Reg. No. DA.—142.

পাক্ষিক

আহমদী

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আহমদীয়ার আঞ্জুমানে মুখপত্র।

ফেব্রুয়ারী, '৫৬ ; মাঘ-ফাল্গুণ, ১৩৬২

সডাক বার্ষিক চাঁদা ৪৲ টাকা

প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

পাক্ষিক আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। প্রবন্ধাদি 'সম্পাদকের' নিকট পাঠাইতে হয়।
২। চাঁদা, সাহায্য (বা কাগজ পাওয়ার সম্বন্ধে কোন অভিযোগ) থাকিলে 'ম্যানেজারের' নিকট পাঠাইতে হয়। চাঁদা অগ্রিম দেয়।
৩। 'আহ্‌মদীর' 'বৎসর' মে হইতে এপ্রিল এবং যিনি যখন গ্রাহক হন তখন হইতে।
৪। বিজ্ঞাপনের হার অতি সুলভ। ম্যানেজারের সহিত পত্রালাপ করুন।

ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,
৪ নং বক্সীবাজার রোড, ঢাকা

নব পর্য্যায়—৯ম বর্ষ, | Fortnightly Ahmadi, February, '56 | ১৯ সংখ্যা

১৯৫৫ সনের সালানা জল্‌সায় সৈয়দনা হজরত খলিফাতুল্‌-মসিহ্ সানী আইয়েদাহুল্লাহু-তা'লার বক্তৃতা

[২৭শে ডিসেম্বর ১॥ টায় হুজুর জলসাগাহে আসেন এবং জোহর ও আসর নামাজ একত্রে পড়ান। নামাজের পর অসুস্থতা সত্বেও হুজুর বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে সিরিয়ান যুবক মোকররম সালীমুল-জাবী সাহেব কোরআন মজিদ তেলাওত করেন]

কথা শোনার পরিবর্ত্তে আমলের প্রতি অধিক মনোযোগী হও :

আজ সকালে আবার অত্যন্ত অসুস্থতা বোধ হইতেছিল এবং আশঙ্কা ছিল যে, সম্ভবতঃ আজ আমি বক্তৃতা করিতে পারিব না। কিন্তু পরে আল্লাহ্‌তা'লার ফজল করিলেন। কিছু লাঘব বোধ হইতে লাগিল। এ জন্ত আমি বক্তৃতা করিতে চলিয়া আসিয়াছি, যদিও ডাক্তারদের পরামর্শ হইল আমি যেন কয়েক মিনিটের অধিক কাল বক্তৃতা না করি।

এখন ত বন্ধুগণ দীর্ঘ বক্তৃতা শুনিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। হজরত মসিহ্ মাওউদ আলায়হেস-সালাতু ওস্ সালামের সময়ে আমরা দেখিয়াছি যে, দীর্ঘ বক্তৃতা অল্পই হইত। স্বয়ং হজরত মসিহ মাওউদ আলায়হেস্ সালাতু ওস্ সালাম এবং হজরত খলিফাতুল্ মসিহ্ আওআল রাজি আল্লাহু আন্‌হুও সংক্ষেপে বক্তৃতা করিতেন। তখন লোকেরা কথা বলার পরিবর্ত্তে কাজ করিতে অভ্যস্ত ছিল। এখন তোমাদেরও উচিত আমলের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হও, যেন আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদের জিম্মায় যে কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়াছেন সত্বর নিষ্পন্ন হয়।

জন-সেবার গুরুত্ব :

আজ আমি যাহা সর্ব্ব-প্রথমে বলিতে চাই তাহা হইল, জন-সেবা মোমেনেরই বিশেষত্ব। হজরত মসিহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালাম প্রায়ই বলিতেন যে, ইস্‌লাম; তথা ধর্ম্মের প্রধান বিষয় হইল আল্লাহ্‌র সহিত সম্বন্ধ এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের প্রেম।

বিগত বন্যার সময় আল্লাহ্‌তা'লার ফজলে পাকিস্তানের খোদ্দামগণ উত্তম আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। সেইরূপ, কাদিয়ানের খোদ্দামগণও খেদমতে-খল্‌কের উচ্চাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা বাস্তবিক প্রীতিকর। এতদিন ইয়ুরোপ মোসলমানদিগকে এই বিদ্রূপ করিয়া আসিতেছিল যে, মোসলমানেরা ইস্‌লামের শ্রেষ্ঠত্বের উপর অত্যধিক জোর দেয় সত্য, কিন্তু তাহাদের কর্ম্ম-জীবন ইহাই প্রকাশ করে যে, তাহারা মানব সেবার্থে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করে না। এই অভিযোগের যথার্থ উত্তর শুধু ইহাই হইতে পারে যে, যখনি সুযোগ আসে, তখনি আমরা আমাদের শক্তি ও সাহস অনুযায়ী জন-সেবা করিব। আমেরিকা ও ইয়ুরোপের খৃষ্টানেরা জন-সেবা স্বরূপে যে কাজ করে, তজ্জন্য তাহারা সর্ব্বদা তাহাদের বড়াই করে এবং তাহাদের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপে উপস্থিত করিয়া থাকে। যদি প্রত্যেক স্থানেই জমাতের 'খোদ্দাম' এবং 'আনসার'—যখনি সুযোগ উপস্থিত হয়—'খেদ্‌মতে-খলকের' উচ্চাদর্শ প্রদর্শন করে, তবে নিশ্চয়ই এ বিষয়ে যাহারা ইস্‌লামের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া থাকে, তাহাদের মুখ বন্ধ হইতে পারে।

কখনো ভাবিবে না যে, লোক তোমাদের কাজের কদর করে না। তোমরা লোকের জন্য নয়, বরং খোদার উদ্দেশ্যে খেদমত কর, এবং আল্লাহ্‌তা'লার প্রেম ও সৃষ্ট-জীবের সেবা তোমাদের জীবনের মুখ্যোদ্দেশ্য কর। যদি তোমরা এরূপ কর, তবে তোমাদের সফলতার সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিবে না। তোফান ও বন্যা হইলেই তোমরা সেবা করিবে, জরুরী নয়। সর্ব্বদা মোমেনের এই দোয়া করা উচিত আল্লাহ্‌তা'লা যেন এই সকল বিপদাবলী

(১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রাদেশিক সালানা জল্‌সা মুলতবী

এতদ্বারা জানান হইতেছে যে আগামী ১৮, ১৯ এবং ২০শে ফেব্রুয়ারী মোতাবেক ৫, ৬ এবং ৭ই ফাল্গুন, ১৩৬২ বাংলা তারিখে যে সালানা জলসার অধিবেশন নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহা অনিবার্য্য কারণে জনাব প্রাদেশিক আমীর সাহেব মুলতবী করিয়াছেন। সময় ও সুযোগ বুঝিয়া পরে সালানা জলসার তারিখ নির্দ্ধারিত হইবে।

কিন্তু ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে **মোসলেহ মাওউদ দিবসের সভা** আর আর বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও প্রত্যেক আঞ্জুমানেই স্থানীয় ব্যাপার হিসাবে পালন করা হইবে। ঢাকাস্থ দারুত-তবলীগেও ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পরিবর্ত্তিত কার্য্য-সূচী সহ এই দিবসের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

খাকছার—
এ, এইচ, এম্, আলী আন্‌ওয়ার
জেনারেল সেক্রেটারী,
পূর্ব্ব পাকিস্তান আঞ্জুমনে আহ্‌মদীয়া

আখ্‌বারে আহ্‌মদীয়া

আল্লাহ্‌তা'লার ফজলে সৈয়দনা হজরত খলিফাতুল্-মসিহ্ সানী আইয়েদাহুল্লাতা'লা বেন্নস্‌রেহীল আজীজের স্বাস্থ্য মোবারক ভাল। বন্ধুগণ তাঁহার স্বাস্থ্য, সালামতি ও দীর্ঘায়ুর জন্য নিয়মিতভাবে নিষ্ঠার সহিত দোয়া করিতে থাকিবেন।

আল্‌হাম্‌দু-লিল্লাহ্, হজরত সাহেবজাদা মীরজা বশীর আহ্‌মদ সাহেব মাদ্দা জিল্লাহুল-আলী পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছেন এবং হজরত বেগম সাহেবা সাল্লামাহাল্লাহু-তা'লাও ক্রমশঃ বেশ আরোগ্যের দিকে। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাদিগকে পূর্ণ স্বাস্থ্য দিন।

মুকার্‌রাম মৌলবী নসির উদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব এম্-এ সপরিবারে লেগস (নাইজিরিয়া) পৌছিয়াছেন। তিনি পশ্চিম আফ্রিকায় অন্যতম মোবাল্লেগের কাজ করিবেন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের আফ্রিকার জমাত সমূহের অহর্নিশ তরক্কী দিন।

ইন্দোনেশীয়ার অন্যতম মোবাল্লেগ মুকার্‌রাম হাফেজ কুদরতুল্লাহ্ সাহেব এবং সিরিয়া ও আরব দেশ সমূহের প্রধান মোবাল্লেগ মৌলানা মোহাম্মদ শরীফ সাহেব রাব্‌ওয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন। মুকার্‌রাম হাফেজ কুদরতুল্লাহ্ সাহেব শীঘ্রই হল্যাণ্ড বদলী হইয়া যাইতেছেন। সেখানে তিনি ইতিপূর্ব্বে পাঁচ বৎসর কাজ করিয়াছেন।

বয়ানুল কুরআন

পবিত্র কুরআনের সরল বঙ্গানুবাদ—ছুরা মা-এদা

—মুমতায আহমদ
মুবাল্লিগ, সদর আঞ্জুমনে আহমদীয়া

মদীনায় অবতীর্ণ, ইহাতে বিছমিল্লাহ সহ ১২১ আয়াত এবং ১৬ রুকু আছে।

৭ রুকু, ৭ আয়াত ৪৫—৫১

৪৫। নিশ্চয় আমরা তওরাৎ কিতাব নাযিল করিয়াছি। উহাতে হেদায়েত ও আলো আছে। তওরাতের অনুগামী নবিগণ এবং আল্লাহ হইতে জ্ঞান প্রাপ্তগণ ও বিদ্বানগণ উহা দ্বারা য়াহুদীদের মধ্যে (বিচার) মীমাংসা করিয়া দিতেন যেহেতু তাহারা আল্লার কিতাবের সংরক্ষক নিয়োজিত হইয়াছিলেন এবং তাহারা উহার সাক্ষী ছিলেন। অতএব তোমরা মানুষকে ভয় করিও না এবং আমাকেই ভয় করিও। এবং আমার আয়াতের বিনিময়ে স্বল্প (পার্থিব) ধন গ্রহণ করিও না। এবং যাহারা আল্লাহ যাহা নাযিল করিয়াছেন তদনুসারে বিচার মীমাংসা করে না প্রকৃতপক্ষে তাহারাই কাফির।

৪৬ এবং আমরা তওরাতে তাহাদের জন্য বিধান করিয়া দিয়াছিলাম যে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষের পরিবর্তে চক্ষু, নাকের বদলে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং অন্যান্য আঘাতেরও অনুরূপ বিনিময় হইবে। যে ব্যক্তি (বিনিময়ের অধিকারী হইয়া) উহা ক্ষমা করিয়া দেয় ঐ ক্ষমা দ্বারা তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যায়। যাহারা আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে (বিষয়াদি) মীমাংসা করে না তাহারাই অত্যাচারী।

৪৭। এবং আমরা ঐ সমস্ত (তওরাতের অনুসরণকারী) নবীদের পদাঙ্কের উপর মরিয়মের পুত্র ঈসাকে তাহার পূর্ববর্ত্তী তওরাতের সত্যতা স্বীকারকারীরূপে পশ্চাতে প্রেরণ করিয়াছি। এবং আমরা তাহাকে ইঞ্জীল দান করিয়াছি। উহাতে হেদায়ত এবং আলো আছে উহা তাহার পূর্ববর্ত্তী তওরাতের সত্যতা স্বীকারকারী এবং ধর্মভীরুগণের জন্য পথ প্রদর্শক ও উপদেশক।

৪৮। এবং ইঞ্জীলের বাহকগণের কর্ত্তব্য উহাতে আল্লাহ যাহা নাযিল করিয়াছেন তদনুযায়ী বিষয়াদির মীমাংসা দান করা। এবং যাহারা আল্লাহ যাহা নাযিল করিয়াছেন তদনুসারে বিষয়াদি মীমাংসা করে না তাহারাই পাপাচারী।

৪৯। এবং আমরা তোমার প্রতি এই গ্রন্থ (কুরআন) সত্য সহকারে অবতীর্ণ করিয়াছি। ইহা পূর্ববর্ত্তী ঐশী গ্রন্থ সমূহের সত্যতা স্বীকারকারী এবং ঐ গুলির সংরক্ষাকারী। অতএব তুমি আল্লাহ যাহা নাযিল করিয়াছেন তদনুযায়ী তাহাদের মধ্যে বিষয়াদি মীমাংসা করিয়া দাও এবং তোমার নিকট যে সত্য সমাগত হইয়াছে উহা ছাড়িয়া তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না। তোমাদের প্রত্যেক জাতির জন্য আমরা পৃথক শরীয়ত ও পদ্ধতি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছি। এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে তোমরা সকলকে একই মণ্ডলীভুক্ত করিয়া দিতেন কিন্তু তিনি তোমাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন সেই সম্বন্ধে তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবেন অতএব তোমরা মঙ্গলের দিকে দ্রুত গমন কর। আল্লারই দিকে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্ত্তন; সুতরাং তিনি তোমাদিগকে তাহা জানাইয়া দিবেন যে সমস্ত বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিতেছিলে।

৫০। এবং আল্লাহ যাহা নাযিল করিয়াছেন তদনুযায়ী তুমি তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দাও; এবং তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না। এবং তাহাদের প্রতি সতর্ক থাকিও, আল্লাহ তোমার প্রতি যাহা নাযিল করিয়াছেন তাহার কতক সম্বন্ধে তাহারা তোমাকে বিভ্রাটে ফেলিতে চাহিবে। যদি তাহারা ফিরিয়া যায় তাহা হইলে তুমি জানিয়া রাখ যে আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের কোন কোন অপরাধের দণ্ড দিতে চাহিতেছেন। এবং নিশ্চয় অনেক মানুষই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী।

৫১। তাহারা কি অজ্ঞানতাযুগের মীমাংসা পাইতে চায়? এবং যাহারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে তাহাদের জন্য আল্লার চেয়ে অধিকতর উত্তম মীমাংসাকারী আর কে হইতে পারে?

৮ রুকু, ৬ আয়াত ৫২—৫৭

৫২। হে মুমিনগণ! তোমরা য়াহুদী এবং খৃষ্টানকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করিও না। তাহারা একে অপরের বন্ধু। এবং তোমাদের যে কেহ তাহাদিগকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিবে নিশ্চয় সে তাহাদেরই একজন বলিয়া গণ্য হইবে। নিশ্চয় আল্লাহ জুলুম অন্যায়কারী লোকদিগকে সুপথ পরিচালিত করেন না।

৫৩ এবং যাহাদের অন্তরে কপটতার ব্যাধি আছে তুমি দেখিতে পাইবে তাহারা য়াহুদীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিতে দ্রুত ধাবিত; (কিন্তু প্রকাশ্যে) তাহারা বলে (আমরা তাহাদের সঙ্গে মেলা মেশা এই জন্য রাখি যে) আমাদের ভয় হয় পাছে আমাদের উপর কোন দৈব দুর্বিবপাক আসে। বস্তুতঃ অচিরেই আল্লাহ (মুমিনদিগকে) বিজয় দান করিবেন অথবা তাহার নিজ সমীপ হইতে এমন কোন মীমাংসা দান করিবেন যাহার ফলে তাহারা তাহাদের অন্তরে যাহা গোপন করিত তজ্জন্য লজ্জিত হইবে।

৫৪। এবং মুমিনগণ পরস্পর বলিবে উহারাই কি সেই লোক যাহারা আল্লার নামে নিজেদের শপথকে শক্ত করিয়া বলিত যে নিশ্চয় তাহারা তোমাদের সঙ্গে আছে। তাহাদের কর্ম্ম ব্যর্থ হইয়া যাইবে এবং তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িবে।

৫৫। হে মুমিনগণ! তোমাদের যে কেহ তাহার ধর্ম্ম হইতে ফিরিয়া যাইবে অচিরেই আল্লাহ (তাহার স্থানে) এমন এক দলকে নিয়া আসিবেন যাহাদিগকে আল্লাহ ভালবাসিবেন এবং তাহারাও আল্লাহকে ভালবাসিবে। তাহারা মুমিনদের সাক্ষাতে হইবে বিনম্র, কাফেরদের প্রতি হইবে পরাক্রমশীল, আল্লার পথে জেহাদ করিবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদকে ভয় করিবে না; ইহা আল্লার অনুগ্রহ, তিনি যাহাকে ইচ্ছা উহা দান করেন। এবং আল্লাহ প্রাচুর্য্যময়, পরম জ্ঞানী।

৫৬। তোমাদের বন্ধুত আল্লাহ, তাঁহার রসুল এবং এমন মুমিনগণ যাহারা নামাযকে প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং যকাত প্রদান করে এবং তাহারা বিশুদ্ধ ভাবে আল্লার এবাদত করে।

৫৭। এবং যে কেহ আল্লাহকে, তাঁহার রসুলকে এবং মুমিনদিগকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করে (সে খোদার সজ্ঘে প্রবেশ করিল) এবং নিশ্চয় খোদার সঙ্ঘই বিজয়ী হইবে।

৯ রুকু, ১০ আয়াত ৫৮—৬৭

৫৮। হে মুমিনগণ! তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থধারীদের যাহারা তোমাদের ধর্ম্মকে নিয়া উপহাস ও খেলা করে তাহাদিগকে এবং সমাগত নবীর প্রতি অবিশ্বাসকারীদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যদি প্রকৃত মুমিন হও।

৫৯। এবং যখন তোমরা (তাহাদিগকে) নমাযের দিকে আহ্বান করিবে (তখনও দেখিবে) তাহারা নমাযকে নিয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও খেলা করে। তাহারা নির্ব্বোধের দল এই জন্য এইরূপ করিয়া থাকে।

৬০। তুমি বল হে গ্রন্থ ধারীগণ তোমরাত এই জন্যই আমাদের প্রতি মন্দভাব পোষণ কর যে আমরা আল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি এবং আমাদের প্রতিও আমাদের পূর্ব্বে যাহা নাযিল করা হইয়াছে তাহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি। এবং অবস্থা হইতেছে যে তোমাদের অধিকাংশই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী।

৬১। তুমি বল "আমি কি তোমাদিগকে জানাইয়া দিব যে—কাহারা আল্লার নিকট হইতে ইহার চেয়েও নিকৃষ্টতর কর্ম্মফল প্রাপ্ত হইবে"—(উহারা তাহারাই) আল্লাহ যাহাদের উপর অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং গজব নাযিল করিয়াছেন এবং যাহাদিগকে বানর ও শূকর (সদৃশ) করিয়া দিয়াছেন এবং যাহারা শয়তানের এবাদত করিয়াছে। তাহারাই জঘন্যতর পর্য্যায়ে আছে এবং সরল পথ হইতে অধিকতর বিভ্রান্ত।

৬২। এবং তাহারা যখন তোমার নিকট আসে তখন বলে আমরা সমাগত নবীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। বস্তুতঃ তাহারা অবিশ্বাস লইয়া আগমন করে এবং উহা লইয়াই বাহির হইয়া যায়। এবং তাহারা যাহা গোপন করিতেছে আল্লাহ সে সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানী।

৬৩। তুমি যাহাদের অনেককেই পাপ, সীমা লঙ্ঘন ও অবৈধ ভক্ষণে তৎপর দেখিতে পাইবে। নিশ্চয় তাহারা যাহা করিতেছে তাহা অত্যন্ত অন্যায়।

৬৪। কেন পীর ও মৌলবীরা তাহাদিগকে তাহাদের মিথ্যাভাষণ ও অবৈধ ভক্ষণ হইতে বারন করে না? নিশ্চয় তাহাদের মৌনাবলম্বন অত্যন্ত গর্হিত।

৬৫। এবং য়াহুদীরা বলে আল্লার হাত বন্ধ। ইহা (কখনো নহে) তাহাদেরই হাত বন্ধ এবং যাহা বলিয়া আসিতেছে তজ্জন্য তাহারা অভিশপ্ত বরং আল্লার হস্তদ্বয় উন্মুক্ত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা বিতরণ করেন। হে মোহাম্মদ! তোমার প্রভুর নিকট হইতে যাহা নাযিল করা গিয়াছে উহা তাহাদের অনেকের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতাকে নিশ্চয় বর্দ্ধিত করিবে। এবং আমরা তাহাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেশ নিক্ষেপ করিয়াছি। যখনই তাহারা সমরানল প্রজ্জলিত করে তখনই আল্লাহ তাহা নির্ব্বাপিত করিয়া দেন এবং তাহারা পৃথিবীতে উপদ্রব ছড়াইয়া দেয়। এবং আল্লাহ বিপর্য্যয় কারীদিগকে ভালবাসেন না।

৬৬। যদি গ্রন্থধারিগণ সমাগত নবীর উপর ঈমান আনিত এবং তাকওয়া গ্রহণ করিত তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তাহাদের অমঙ্গলসমূহ দূর করিয়া দিতাম এবং তাহাদিগকে নিয়ামত পূর্ণ উদ্যান সমূহে প্রবেশ করিতাম।

৬৭। যদি তাহারা তওরাত এবং ইঞ্জীলকে এবং তাহাদের প্রতি তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে যাহা নাযিল করা গিয়াছে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিত তাহা হইলে নিশ্চয় তাহরা তাহাদের (মাথার) উপর হইতে এবং তাহাদের পায়ের নিম্ন হইতে আহার করিতে পারিত। তাহাদের এক দল মধ্য পন্থী এবং তাহাদের অনেকেই বড় অন্যায়কারী।

১০ রুকু, ১১ আয়াত ৬৮—৭৮

৬৮। হে রছুল! তোমার প্রভুর নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা নাযিল করা গিয়াছে তাহা প্রচার কর। যদি তুমি তাহা না কর তাহা হইলে তুমি তাহার পয়গাম প্রচারের দায়িত্ব পালন কর নাই। এবং আল্লাহ তোমাকে মানুষের হাত হইতে রক্ষা করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সমাগত নবীর প্রতি অবিশ্বাসকারীদিগকে সুপথে পরিচালিত করে না।

৬৯। তুমি বল, "হে গ্রন্থধারিগণ! তোমরা যে পর্য্যন্ত তওরাৎ এবং ইঞ্জীল এবং তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে যাহা নাযিল করা গিয়াছে তাহার পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা না কর সে পর্য্যন্ত তোমরা ধর্ম্মের কোন কিছুতেই অধিষ্ঠিত নহ। এবং (হে মুহাম্মদ) তোমার প্রতি তোমার প্রভুর নিকট হইতে যাহা নাযিল করা গিয়াছে তাহা তাহাদের অনেকের অবাধ্যতা ও অবিশ্বাস বর্দ্ধিত করিয়া দিবে। অতএব তুমি অবিশ্বাসী লোকদের জন্য ব্যথিত হইও না।

৭০। নিশ্চয় মুছলমান, য়াহুদী, ছাবী এবং খৃষ্টান যে কেহ আল্লার উপর এবং পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং অবস্থা ও সময়োপযোগী সৎকর্ম্ম সমূহ সম্পন্ন করিয়াছে তাহাদের কোন ভয় থাকিবে না এবং তাহারা কোন চিন্তাও করিবে না।

৭১। নিশ্চয়ই আমরা ইছরাঈলের সন্তানগণ হইতে কঠোর প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং তাহাদের নিকট নবিগণ প্রেরণ করিয়াছিলাম যখনই কোন নবী তাহাদের নিকট তাহাদের ইচ্ছার বিপরীত কোন কিছু নিয়া আগমন করিয়াছে অমনি তাহারা এক দলকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছে এবং এক দলকে হত্যা করার চেষ্টায় রহিয়াছে।

হাদিসের যৎকিঞ্চিৎ

আল্লাহ্‌র শোকর

১। যে কোন মহৎ কাজ 'আল্-হাম্‌দো-লিল্লাহ' সহ আরম্ভ না করা হয়, ত্রুটীযুক্ত! (আবু দাউদ)

আল্লাহ-তা'লা ঐ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন, প্রত্যেক গ্রাসের পর যে হাম্‌দ করে এবং প্রতি ঢোক পানি খাইয়া তাঁহার শোকর করে। (মুসলিম)

৭২। তাহারা মনে করিয়াছিল যে কোন বিপদই আসিবে না। ইহাতে তাহারা (জ্ঞানের দিক দিয়া) আরও অন্ধ ও বধির হইয়া গেল; অতঃপর আল্লাহ তাহাদের প্রতি সদয় হইলেন; ইহার পরও তাহাদের অনেক অন্ধ ও বধির রহিয়া গেল। এবং আল্লাহ তাহাদের ক্রিয়াকলাপ সম্যক দর্শন করিতেছেন।

৭৩। নিশ্চয় তাহারা সত্যের অপলাপ করিয়াছে যাহারা বলে আল্লাহই মরিয়ম তনয় মছীহ। অথচ মছীহ বলিয়াছিলেন "হে ইছরাঈলের সন্তানগণ! তোমরা আমার প্রভু ও তোমাদের প্রভু আল্লার এবাদত কর। নিশ্চয় যে আল্লার সহিত অন্যকে শরীক করে আল্লাহ তাহার জন্য বেহেশতকে নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের আশ্রয়স্থল হইবে দুযখ। এবং অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকিবে না।

৭৪। নিশ্চয় তাহারা সত্যকে ত্যাগ করিয়াছে যাহারা বলে আল্লাহই তিনের তৃতীয়। এবং একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ এবাদতের যোগ্য নহে। যদি তাহারা যাহা বলিতেছে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত না হয় তাহা হইলে যাহারা সত্যকে ত্যাগ করিয়াছে নিশ্চয়ই তাহাদের উপর বেদনাদায়ক শাস্তি আসিবে।

৭৫। তবুও কি তাহারা আল্লার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না? এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে না? এবং আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়াময়।

৭৬। মরিয়মের পুত্র মছীহ আল্লার রছুল ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী রছুলগণ নিশ্চয় মরিয়া গিয়াছে। এবং মাতা সতী-সাধ্বী ছিল। তাহারা উভয়ে খাদ্য আহার করিত। চিন্তা করিয়া দেখ আমরা কেমনভাবে তাহাদের জন্য নিদর্শনগুলিকে পরিস্কাররূপে বর্ণনা করিতেছি। অতঃপর ভাবিয়া দেখ কিভাবে তাহারা বিপরীত দিকে যাইতেছে।

৭৭। তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন বস্তুর পূজা করিতে চাও যাহা তোমাদের উপকার করিবার ক্ষমতা রাখে না এবং অনিষ্ট করিবারও শক্তি রাখে না? এবং আল্লাহ প্রত্যেক কথা সম্যক শুনেন—প্রত্যেক বিষয় সম্যক দেখেন।

৭৮। তুমি বল, হে গ্রন্থধারিগণ! তোমরা নিজেদের ধর্ম্মের ব্যাপারে অন্যায়ভাবে অতিশয়োক্তি করিও না এবং তোমরা সেই জাতির প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না যাহারা ইতিপূর্ব্বে বিপথগামী হইয়াছে এবং সরল পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

আল্লাহ্‌র স্মরণ

১। 'সুব্‌হানাল্লাহে ও আল্-হাম্‌দুলিল্লাহে ওলা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আল্লাহু আক্‌বার" আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। (মুস্‌লিম)

২। রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লাম নামাজ সমাপনের পর তিন বার এস্তেগফার করিতেন এবং তারপর বলিতেন, "আল্লাহুম্মা আন্‌তাস্ সালামু ও মিন্‌কাস্ সালামু তাবারাক্‌তা ইয়া জুল্-জালালে ওল-এক্‌রাম" (আল্লাহ তুমিই শান্তি দিয়া থাক, তোমারই নিকট হইতে শান্তি আসে। আশীর্ব্বাদময় তুমি, হে মহামহিমান্বিত ও মহাপ্রতাপান্বিত)। (মুসলিম)

৪। রুকুতে আপন রাব্বের—স্রষ্টাও প্রতিপালকের গৌরব ঘোষণা করিবে এবং সেজ্‌দায় দোয়া করিবার খুবই চেষ্টা করিবে। ইহাতে তোমরা আল্লাহ্‌র দরগাহে মকুব (গৃহীত) হইতে পার। (মুসলিম)

৫। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লাম একটি স্ত্রীলোকের নিকট গেলেন। তাহার নিকট খেজুরের দানা বা গুটিকা ছিল। বলিলেন, আমি কি তোমাকে ইহা অপেক্ষা উত্তম তসবিহ্ শিখাইব? সে হইল, এইরূপ বলিবে, "সুব্‌হানাল্লাহে আদাদা মা খালাকা ফিস্ সামায়ে ও সুব্‌হানাল্লাহে আদাদা মা খালাকা ফিল্ -আরদে ও সুব্‌হানাল্লাহে আদাদা মা বায়না জালেকা ও সুবহানাল্লাহে আদাদা মা হুয়া খালেক।" (পবিত্র হইতেছেন আল্লাহ আকাশে তাঁহার সৃষ্টি রাজীর সংখ্যার মত, পবিত্র হইতেছেন আল্লাহ্, পৃথিবীতে তাঁহার সৃষ্টি-রাজীর সংখ্যা-তুল্য, পবিত্র হইতেছেন আল্লাহ্, উহাদের মধ্যে যাহা কিছু আছে উহাদের সংখ্যার ন্যায় এবং পবিত্র হইতেছেন আল্লাহ্, তাঁহার সাকুল্য সৃষ্টির গণনা-সম।) (তিরমিজি)

দরূদ শরীফ

১। শোন, যে আমার উপর এক বার দরূদ পড়ে, আল্লাহ্ তা'লা তাহার উপর দশ বার রহমত করেন। (মুস্‌লিম)

২। কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি আমার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী হইবে, যে সবচেয়ে আমার উপর বেশী দরূদ পড়িবে। (তিরমিজি)

৩। সব দিনের চেয়ে শুক্রবার শ্রেষ্ঠ। এই দিন আমার উপর বহু দরূদ পড়িবে। কারণ তোমাদের দরূদ আমার সম্মুখে পেশ করা হয়। (আবু দাউদ)

৪। মাটীতে মিশিয়া যাক্ তাহার নাসিকা, যাহার নিকট আমার সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়, আর সে আমার উপর দরূদ পাঠ করে না। (তিরমিজি)

৫। যখন তোমাদের কেহ নামাজ পড়ে তখন সে আপন রাবেবর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিবে, তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা করিবে, তাঁহার হাম্‌দ করিবে; তারপর, নবীর উপর দরূদ পাঠ করিবে এবং যাহাই চায় দোয়া করিবে। (আবু দাউদ)

৬। আমার কবর ইদ-গাহে পরিণত করিবে না। অবশ্য, আমার জন্য আন্তরিকভাবে দরূদ পাঠ করিবে। কারণ, তোমরা যেখানেই থাক না কেন, ইহা আমার নিকট পৌছে। (আবু দাউদ)

৭। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লাম এক দিন গৃহ হইতে বাহির হইয়া সাহাবাগণের নিকট গেলেন। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা কিরূপে দরূদ পাঠ করিব?" তিনি বলিলেন, "নামাজে যে দরূদ পাঠ করা হয় উহাই।" (বুখারী ও মুস্‌লিম

ঐশী-গুণাবলীর প্রতীক হও

হজরত খলিফাতুল্-মসিহ সানী আইয়েদাহুল্লাহু-তা'লা বেনুস্‌রেহিল্ আজীজ

২৫শে নভেম্বর, ১৯৫৫ তাং রাবওয়ায় জুমার এই খুৎবা দেন। আল্‌-ফজল ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৫৫ তাং হইতে অনুদিত। অনুবাদক—এ, এইচ, এম, আলী আন্‌ওয়ার

আল্লাহ্‌তা'লা মানুষের মধ্যে ঐশী-গুণাবলী উৎপন্ন করিবার শক্তি নিহিত করিয়াছেন। যাঁহারা নিজের মধ্যে ঐশী-গুণাবলী উৎপন্ন করিয়া থাকেন, ফেরেশ্‌তাগণকে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাদের অধীন করিয়া দেন। তোমরা আল্লাহ্‌তা'লার গুণাবলীর প্রকাশক হও। তারপর, দেখিতে পাইবে খোদাতা'লার ফেরেশ্‌তা কিরূপে তোমাদের সাহায্য করেন।

তাশহ্‌হুদ, তায়ুজ এবং সুরাহ্‌ ফাতেহা পাঠের পর হুজুর কোরআন করীমের নিম্নলিখিত আয়েত তেলাওত করেন :—

"ও লাকাদ্‌ খালাক্‌না কুম্‌ সুম্মা সাও্‌-
ওরনাকুম সুম্মা কুল্‌না লিল্‌ মালায়েকাতেস্‌
জুদু লে-আদামা, ফাসাজাদু ইল্লা ইব্‌লিস।"

(সুরাহ আরাফ, রুকু ২)

অতঃপর বলেন :—

কোরআন করীমের এই আয়েত হইতে জানা যায় যে, মানুষের দুইটি জন্ম আছে। এক জন্ম হইল 'বশর' অবস্থার এবং অন্য জন্ম হইল 'এন্‌ছান' অবস্থার। 'বশর' জন্ম সমন্ধে আল্লাহ্‌-তা'লা কোরআন করীমে বলেন, "লাকাদ খালাকনাকুম্‌"—আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি। অর্থাৎ, তোমাদিগকে এক প্রকার প্রাণী করিয়াছি। আর 'এন্‌ছান' জন্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "সুম্মা সাও-ওরনাকুম্‌"—আমি তোমাদের একটি 'রুহানী (আত্মিক) অবয়ব' দিয়াছি। 'অবয়ব' হইতেই বস্তুর পরিচয় হয়। আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের দ্বারাই মানুষ অন্যান্য সৃষ্ট জীব হইতে বিশিষ্টাকারে পরিচিত হয়। বাইবেল হইতে জানা যায়, অবয়ব অর্থ কি? বাইবেলে উক্ত হইয়াছে,

"ঈশ্বর মানুষকে তাঁহার আপন অবয়ব দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।" (সৃষ্টি পুস্তক, ১ : ২৭)

সুতরাং 'সাও-ওরনাকুম্‌' অর্থ, আমরা তাহার মধ্যে দেব-চরিত্র এবং দেব-গুণ নিহিত করিয়াছি। অর্থাৎ, প্রথমে আমরা তাহার দেহ সৃষ্টি করিয়াছি। তাহাকে নাসিকা, হাত, পা ও যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়াছি। তারপর, আমরা তাহার মস্তিষ্কের পরিপুষ্টির ব্যবস্থা করিয়াছি। উহার শক্তি নিচয় ক্রম-বর্দ্ধনের ব্যবস্থা করিয়াছি। ফলে, সে ঐশী-গুণাবলী আপনার মধ্যে গ্রহণ করিবার যোগ্য হইয়াছে। তাহার মধ্যে উহাদের বিকাশের যোগ্যতা নিহিত করিয়াছি। তারপর, আমরা ফেরেশ্‌তাদিগকে বলিয়াছি, "তোমরা এখন এই মানুষের সেজ্‌দা কর।"

প্রকৃতপক্ষে, কোরআন করীমে বারম্বার জোর দিয়া বলা হইয়াছে যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কাহাকেও সেজ্‌দা করিও না। এই জন্য আমরা বলি, এই সেজ্‌দা 'রূপক অর্থে' ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ 'আনুগত্য'। কিন্তু রূপক অর্থে ব্যবহৃত সেজ্‌দাও 'রূপকার্থক খোদার' সাম্‌নেই সম্ভবপর। এই জন্য বলিয়াছেন, "সুম্মা সাও-ওরনাকুম্‌ সুম্মা কুল্‌না লিল্‌ মালায়েকাতুস্‌-জুদু লে-আদামা"—প্রথমে ত আমি তোমাদের মধ্যে আমার গুণাবলী নিহিত করিয়াছি এবং যখন তোমরা আমার গুণাবলী আকর্ষণ ও প্রকাশের যোগ্য হইয়াছ, তখন আমি ফেরেশ্‌তাগণকে বলিয়াছি, প্রকৃত সেজ্‌দা ত সর্ব্বদাই আমাকে ছাড়া আর কাহাকেও করা যায় না, কিন্তু আমি তোমাদিগকে এক রূপক সেজ্‌দার আদেশ করিতেছি। ইহার জন্য এক রূপক খোদার প্রয়োজন। সেই রূপক খোদা হইলেন ঐ মানুষ যাঁহার মধ্যে ঐশী-গুণাবলী—'খোদাই সিফাত' পাওয়া যায়।

সুতরাং এই আয়েতে বলা হইয়াছে, এখানে যে আদমের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তদ্বারা মানব-পিতা—'আবুল-বশর' আদমকে বুঝায় না, বরং ইহার দ্বারা 'কামেল-ইন্‌ছান'—'পূর্ণ মানবকে' বুঝায়। কারণ, এখানে অল্লাহ্‌তা'লা "খালাক্‌নাকুম্‌" বলিয়াছেন, 'খালাক্‌নাকা' (তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি) বলেন নাই। সেইরূপ বলিয়াছেন, "সুম্মা সাও-ওরনাকুম" —তারপর, আমি তোমাদের সকলের মধ্যে এই বীজ নিহিত করিয়াছি যেন তোমরা ঐশী-গুণাবলী তোমাদের মধ্যে আনয়ন করিতে এবং প্রকাশ করিতে পার। অনন্তর, যখন তোমাদের মধ্যে কেহ ঐশী-গুণাবলী অর্জ্জন করে, তখন আমি ফেরেশ্‌তাগণকে বলি, "উস্‌জুদু লে-আদামা"—"তোমরা এই আদমকে সেজ্‌দা কর। কারণ, তাহার মধ্যে আমার গুণাবলী আগমন করিয়াছে এবং সে তাহা প্রকাশ করিতেছে।" বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আদম হইয়াছেন। কোন যুগে 'আবুল-বশর' (মানব-পিতা) আদম ছিলেন। কোন যুগে আদম ছিলেন নূহ আলায়হেস্‌ সালাম। কোন যুগে আদম ছিলেন ইস্‌হাক আলায়হেস্‌ সালাম। কোন যুগে আদম ছিলেন ইয়াকুব আলায়হেস্ সালাম। কোন যুগে আদম ছিলেন ইয়ুসুফ আলায়হেস্‌ সালাম। কোন যুগে আদম ছিলেন মুসা আলায়হেস্‌ সালাম। কোন যুগে আদম ছিলেন দাউদ আলায়হেস্‌ সালাম। কোন যুগে আদম ছিলেন যিরিমিয়া আলায়হেস্‌ সালাম। কোন যুগে আদম ছিলেন যিহিষেকল আলায়হেস্‌ সালাম। কোন যুগে আদম ছিলেন দানিয়েল আলায়হেস্‌ সালাম। কোন যুগে মালাকী আলায়হেস্‌ সালাম ছিলেন আদম। কোন যুগে ইয়াহ্‌হিয়া আলায়হেস্‌ সালাম ছিলেন আদম। কোন যুগে মসিহ্‌ আলায়হেস্‌ সালাম ছিলেন আদম। তারপর, 'আবুল-বশর' (বশর অবস্থায় পিতা) যেমন আদম ছিলেন, সেইরূপ 'আবুল-ইন্‌ছানিয়ত' (ইন্‌ছান অবস্থায় পিতা) মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লাম ছিলেন আদম। সুতরাং খোদাতা'লা বলেন, "সুম্মা কুল্‌না লিল্‌ মালায়েকাতিস্‌-জুদু লে-আদামা"—"তারপর, আমি ফেরেশ্‌তাদিগকে বলিলাম, অমার গুণাবলীর প্রকাশক এই যে আদম, তোমরা তাহার সম্মুখে সেজ্‌দা কর।" কিন্তু এই সেজ্‌দা রূপকার্থ বোধক বটে। কারণ, প্রকৃত সেজ্‌দা খোদাতালা ছাড়া অন্য কাহারো সাম্‌নে করা অবৈধ। এই জন্য খোদা-তা'লা রূপক সেজদার আদেশও এমন রূপকার্থক খোদার জন্য দিয়াছেন, যিনি ঐশী-গুণাবলী প্রাকাশ করিবেন এবং এই সেজ্‌দার অর্থ 'এতআত' —আজ্ঞানুবর্ত্তীতা।

তারপর, ফেরেশ্‌তাগণ সম্বন্ধে খোদাতা'লা কোরআন করীমে বলেন, "আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলেন তাঁহারা প্রতিপালন করেন এবং কখনো অমান্য করেন না।" এখন "উস্‌জুদু" অর্থে যদি প্রত্যেক মনুষ্যের সাম্‌নে সেজদা করা হয়, তবে ইহার অর্থ দাঁড়াইবে কেহ চুরি করিলে তোমরাও চুরি করিবে, ডাকাতি করিলে ডাকাতি করিবে এবং খুন করিলে তোমরাও খুন করিবে। অথচ, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কথা! 'সেজ্‌দা' সর্ব্বাবস্থায় কেবল মাত্র ঐ আদমের সম্মুখে হইতে পারে, যিনি কখনো চুরি করিতে পারেন না, মিথ্যা বলেন না, কখনো প্রবঞ্চনা করিতে পারেন না, কখনো শেরেক করিতে পারেন না, কখনো জুলুম করিতে পারেন না—বস্তুতঃ, যিনি কোন অন্যায় অনাচারই করিতে পারেন না, এবং যিনি ফেরেশ্‌তাগণের চেয়েও উচ্চতর গুণে গুণান্বিত হন। এজন্য এহেন আদমের অনুবর্ত্তিতা করাও বৈধ। তিনি খোদার গুণাবলীর প্রকাশ—তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার শক্তি ফেরেশ্‌তাদের কোথায়? তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলার জন্য ফেরেশ্‌তারা বাধ্য। সুতরাং স্মরণ রাখিবে যে, তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই খোদাতা'লা তাঁহার গুণাবলী ধারণ করিবার মত পক্তি নিহিত করিয়াছেন। যদি তোমরা তোমাদের মধ্যে এলাহী-সিফাত (ঐশী-গুণাবলী) উৎপন্ন কর, তবে তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই ফেরেশ্‌তাদের উপর তোমাদের সাহায্য করিবার আদেশ দেওয়া হইবে। রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লাম বলেন, "যখনি খোদা-তা'লা বিশ্বে তাঁহার কোন বান্দার 'মক্‌বুল হওয়া' প্রসার লাভ করুক অভিপ্রায় করেন, তিনি ফেরেশ্‌তাদিগকে আদেশ করেন। তাঁহারা তাঁহার 'মকবুল হওয়া'—তাঁহার গৃহীত হওয়ার কথা প্রচার করেন।" (কন্‌জুলুল-ওম্মাল ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৪ পৃঃ)

সুতরাং প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে এই যোগ্যতা নিহিত রহিয়াছে যে, সে ঐশী-গুণাবলী আকর্ষণ করিতে পারে এবং যখন সে তাহার মধ্যে ঐশী-গুণাবলী আকর্ষণ করিয়া নেয়, তখন ফেরেশ্‌তা-

(৯ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আইয়্যাম্-উস্-সোলেহ্ (শান্তির যুগ)

(৪)

সুরাহ ফাতেহার তফছির-প্রসঙ্গে খোদাতা'লার চারিটি মূল সিফতের (গুণের) বিস্তারিত আলোচনা

গ্রন্থকার—আখেরী জমানার ইমাম মাহদী এবং প্রতিশ্রুত মসিহ্ হজরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)

অনুবাদক—দৌলত আহমদ খাঁ খাদিম

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

সুরাহ ফাতেহার তফ্সির প্রসঙ্গে এস্থলে উপরোক্ত চারিটি গুণ লিপি বদ্ধ করা স্পষ্ট বর্ণনার জন্য আমি সঙ্গতঃ বোধ করিতেছি। তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে মহিমাময় আল্লাহ স্বীয় গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়েই কিরূপে দোওয়ার উৎসাহ দিয়াছেন। তাহা এই:— বিসমিল্লাহির রাহমানির রহীম। আলহামদুলিল্লাহে রাব্বিল আ'লামিন। আর রাহমানির রহীম। মালেকে ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকানা'বুদু অইয়্যাকা নাস্তায়ীন। ইহ্দেনাস্ সিরাতাল মুস্তাকিমা সিরাতাল্লাজিনা আনআম্তা আলায়হিম। গায়রিল মাগ্দুবে আলায়হিম অলাদ্দাল্লীন। আমীন।

তরজমা—খোদা যাঁহার নাম আল্লাহ (১) সর্ব প্রকার প্রশংসার অধিকারী এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁহারই মর্যাদার উপযুক্ত। কেননা তিনি রাব্বুল আলামীন (জগৎ) তিনি রহমান (অযাচিত করুনানিধান), তিনি রহীম (যাচ্ঞা লব্ধ দয়ার আধার), তিনি মালেকে ইয়াওমিদ্দীন (বিচার দিনের অধিপতি)। (হে পূর্ণ গুণাবলীর অধিকারী)। আমরা তোমার পূজা করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য ভিক্ষা করি। আমাদিগকে সেই সরল পথ দেখাও যাহা ঐ সমস্ত লোকের পথ যাহারা তোমার পুরস্কার পায় এবং ঐ সমস্ত পথ হইতে বাঁচাও যাহা ঐ সমস্ত লোকের পথ যাহাদের উপর ইহ কালেই রোগাদি শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছে। এবং ঐ সমস্ত লোকের পথ হইতে বাঁচাও যাহাদের উপর এই দুনিয়ায় কোন শাস্তি অবতীর্ণ হয় নাই বটে কিন্তু পর কালের মুক্তি হইতে তাহারা দূরে পড়িয়া গিয়াছে এবং অবশেষে শাস্তি পাইবে।

এক্ষণে প্রকাশ থাকে যে এই সুরাহ কোরআন শরীফের প্রথম সুরাহ। ইহার নাম সুরাহ ফাতেহা। কেননা ইহার দ্বারা সূচনা হইয়াছে এবং ইহার নাম উম্মুল কিতাব ও বটে কেননা ইহাতে কোরানের সমস্ত শিক্ষার সংক্ষিপ্ত সার বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সুরার মধ্যে হেদায়েত (পথ নির্দ্দেশ) পাইবার জন্য একটি দোওয়া শিখানো হইয়াছে যাহাতে বুঝা যায় যে প্রভুর প্রসাদ লাভ করিবার জন্য দোওয়া করা প্রয়োজনীয়। এই সুরাহর প্রথমে আছে আলহামদু লিল্লাহ। ইহার অর্থ সমস্ত প্রশংসা ও প্রশস্তি সেই সত্তার যার নাম আল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ এই বাক্য দ্বারা আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্য এই যে খোদার এবাদত (উপাসনা) আত্মার আবেগ এবং স্বভাবের আকর্ষণে সাধিত হইবে। প্রেম এবং ভালবাসা পূর্ণ এরূপ আকর্ষণ কখনও কাহার ও সম্পর্কে হইতে পারে না যতক্ষন না ইহা প্রমানিত হয় যে সেই ব্যক্তি এরূপ পূর্ণ গুণাবলীর সমষ্টি যাহা দেখিলে স্বভাবতঃই মন প্রশংসা করিতে থাকে। ইহা তো জানা কথা যে পূর্ণ প্রশংসা দুই প্রকার গুণের জন্য হইয়া থাকে। এক 'পূর্ণ সৌন্দর্য্য' দুই, 'পূর্ণ বদান্যতা'। যদি কাহারও মধ্যে দুই গুণই সমবেত হয়, তবে তার জন্য মন প্রাণ উৎসর্গীকৃত হইয়া যায়। কোরআনের বড় উদ্দেশ্যই হইল সত্যান্বেষীদের নিকট খোদাতা'লার দুই গুণই প্রকট করা। তবেই সেই অনুপম এবং অতুলনীয় সত্তার প্রতি মানব আকর্ষিত হইবে এবং আত্মার আবেগ এবং আকর্ষণে তাঁর দাসত্ব করিবে। এই জন্যই কোরআন যে খোদার দিকে ডাকে, তিনি কিরূপ গুণের আধার প্রথম সুরাহতেই এই নিপুণ নকশা প্রকাশের অভিপ্রায় সুস্পষ্ট দেখা যায়। সুতরাং এই উদ্দেশ্যেই এই সুরাহর সূচনা হইয়াছে আল্হামদুলিল্লাহ দিয়া। ইহার অর্থ সমস্ত প্রশংসা তাঁর সত্তার উপযুক্ত যাঁর নাম আল্লাহ। আর কোরানের পরিভাষায় আল্লাহ হইল সেই সত্তার নাম যাঁহাতে সৌন্দর্য্য ও বদান্যতার সমস্ত গুণ পূর্ণতায় পৌঁছিয়াছে এবং যাঁহার সত্তা সর্ব প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি শূন্য। কোরআন শরীফে মাত্র আল্লাহ এই বিশেষ্য পদকেই সমস্ত গুণের অধিকারী সাব্যস্ত করা হইয়াছে। ইঙ্গিত এই যে আল্লাহর নাম তখন প্রযুক্ত হইবে যখন কাহার মধ্যে সমস্ত পূর্ণ গুণ পাওয়া যায়। সুতরাং যখন সর্ব প্রকারের গুণ তাঁহাতে পাওয়া গেল, তখন তাঁহার সৌন্দর্য্য স্পষ্ট হইয়া উঠিল। সেই সৌন্দর্য্য অনুসারেই আল্লাহতা'লার নাম নূর (জ্যোতি) যেমন বলা হইয়াছে আল্লাহু নুরুস্ সামাওয়াতে ওয়াল আরজে অর্থাৎ আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর জ্যোতিঃ, সমস্ত জ্যোতিঃ তাঁহারই প্রতিবিম্ব বটে।

আল্লাহতা'লার মধ্যে বদান্যতার গুণ অনেক। তন্মধ্যে চারিটি মৌলিক এবং এই গুলির মধ্যে স্বাভাবিক পর্য্যায়ের দিক দিয়া প্রথম গুণ হইল সুরাহ ফাতেহায় যাহা রাব্বুল আলামীন এই বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা হইল খোদাতা'লার রবুবিয়্যাৎ অর্থাৎ সৃষ্টি করা এবং উদ্দেশ্যের পূর্ণতা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া যাহা সমস্ত জগতে প্রবর্তিত এবং প্রচলিত আছে। অর্থাৎ আকাশ মণ্ডল, পৃথিবীমণ্ডল, দৈহিক জগৎ এবং আধ্যাত্মিক জগৎ, মৌলিক পদার্থ জগৎ এবং যৌগিক পদার্থ জগৎ, প্রাণী জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ, জড় জগৎ এবং অন্যান্য সর্ব প্রকার জগৎ তাঁহার রবুবিয়তের দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে। এমন কি, খুদে মানুষের বীর্য্যের সূচনার অবস্থার বরং তারও পূর্ব্ব হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত অথবা পরকালীন জীবনের আগমন পর্য্যন্ত যে অবস্থা হয় তাহাও রবুবিয়তের উৎস হইতেই অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যেহেতু আল্লাহর রবুবিয়ৎ সমস্ত শরীরী ও অশরীরী জীব, সমস্ত পশু পক্ষী উদ্ভিদ এবং জড় পদার্থে ছড়াইয়া আছে সেই জন্য তাহা সাধারণ বদান্যতা নামে অভিহিত হয়। কেননা প্রত্যেক বিদ্যমান পদার্থই তাঁহা হইতে অনুগ্রহ লাভ করে এবং প্রত্যেক পদার্থ তাঁহার দ্বারা বিদ্যমান আছে। হাঁ, যদিও আল্লাহর রবুবিয়ৎ প্রত্যেক বিদ্যমান পদার্থের আদি কারণ এবং প্রত্যেক পরিদৃশ্যমান পদার্থের পৃষ্ঠ-পোষক, তথাপি এ কথা নিশ্চয় যে অনুগ্রহ হিসাবে তাহাতে সর্বাপেক্ষা বেশী উপকৃত হয় মানুষ। কেননা খোদাতা'লার সমস্ত সৃষ্ট জগত হইতে মানুষ উপকার লাভ করে। সেই জন্য মানুষকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে তাহাদের খোদা রাব্বুল আলামীন যেন মানুষের আশা উচ্চ হয় এবং এই দুর্দিন (প্রলয়) জন্মে যে তাহাদের উপকারের জন্য খোদাতা'লার কুদরত (শক্তি) সমূহ নিখিল এবং তিনি নানা প্রকার কার্য্য কারণ পরম্পরার সৃষ্টি করিতে পারেন।

খোদাতা'লার দ্বিতীয় গুণ রাহমানিয়্যৎ. ইহা দ্বিতীয় পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং ইহাকে সাধারণ বদান্যতা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। ইহাকে সুরাহ ফাতেহায় "আর রাহমান" শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হইয়াছে। কোরানের পরিভাষা অনুসারে এই জন্য খোদাতা'লার নাম "রহমান" হইয়াছে যে তিনি প্রত্যেক প্রাণীকে তাহার অবস্থানুযায়ী আকৃতি এবং প্রকৃতি দান করিয়াছেন। মানুষ ও এই প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ যে জীবন ধারণ পদ্ধতি তাহার জন্য অভিপ্সিত করা হইয়াছে সেই জীবনের অনুরূপ যে সমস্ত শক্তি ও বৃত্তির প্রয়োজন ছিল অথবা যেরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন গঠনের প্রয়োজন ছিল, তিনি তত্তাবৎ দান করিলেন এবং তৎপর তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য যে যে বস্তুর প্রয়োজন ছিল, তত্তাবৎ তাহার জন্য সরবরাহ করিয়া দিলেন। খেচরকে খেচরের অবস্থানুরূপ, ভূচরকে ভূচরের অবস্থানুরূপ

---

(১)। সুরাহ ফাতেহার এই সমস্ত আয়েত হইতে বুঝা যায় যে খোদা আল্লাহ নামে কোরানে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন তিনি রাব্বুল আলামীন হওয়ায় সমস্ত অনুগ্রহের উৎস হইয়াছেন, রহমান হওয়ায় সমস্ত পুরস্কারের দাতা হইয়াছেন, এবং রহীম হওয়ায় সমস্ত লাভ জনক দোওয়া এবং প্রচেষ্টার ফল বা সিদ্ধি দাতা এবং মালেকে ইয়াওমিদ্দীন হওয়ায় প্রচেষ্টাবলীর সকল এবং শেষ ফল-দাতা।

এবং মানুষকে মানুষের অবস্থানুরূপ শক্তি নিচয় দান করিলেন। মাত্র তাহাই নয়। ঐ সমস্ত বস্তুর অস্তিত্বের সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার রাহমানিয়্যাৎ গুণের কারণে আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টি করিলেন যেন উহারা ঐ সমস্ত বস্তুর সত্তার রক্ষা-কর্ত্তা হইতে পারে। অতএব উপরুক্ত গবেষণা হইতে ইহা প্রমাণিত হইল যে খোদাতা'লার রাহমানিয়্যাৎ গুণের মধ্যে কাহারো কার্য্যের কোন হস্তক্ষেপ নাই। বরং তাহা অযাচিত দয়া ঐ সমস্ত পদার্থের অস্তিত্বের পূর্ব্বেই যাহার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। হাঁ তবে মানুষ খোদাতা'লার রাহমানিয়্যাতের সর্ব্বাপেক্ষা বড় অংশ পায়, কেননা প্রত্যেক বস্তুই তাহার সফলতার বেদীতে বলি হইতেছে। সেই জন্য মানুষকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে তোমাদের খোদা রাহমান। খোদাতালা'র **তৃতীয় সৌন্দর্য্য রহিমিয়্যাত।** ইহা তৃতীয় পর্য্যায়ের বদান্যতা। সুরাহ ফাতেহার ইহাকে "আর রহীম" বাক্যে বর্ণনা করা হইয়াছে। কোরাণের পরিভাষায় খোদা-তা'লাকে রাহীম নামে অভিহিত করিবার কারণ এই যে তিনি মানুষের দোওয়া, নম্রতা এবং আমালে সালেহায় (সৎকার্য্যে) প্রীত হইয়া বিপদাপদ এবং কার্য্যের ব্যর্থতা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করেন। ভাষান্তরে এই বদান্যতাকে বিশেষ দয়া নামে অভিহিত করা হয় এবং ইহাকে মাত্র মানব জাতির জন্য বৈশিষ্ট্য করা হইয়াছে। খোদাতা'লা অন্যান্য পদার্থকে দোওয়া কান্না কাটি এবং আ'মালে সালেহার বৃত্তি দান করেন নাই কিন্তু মানুষকে দান করিয়াছেন। মানুষ সবাক জীব এবং নিজের বাকশক্তি দ্বারা খোদাতা'লার অনুগ্রহ পাইতে পারে। অন্যান্য পদার্থকে বাক্-শক্তি দেওয়া হয় নাই। সুতরাং এ স্থলে ইহা প্রতিপাদিত হয় যে মানুষের দোওয়া করা তাহার মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য। তাহা তাহার প্রকৃতিতে নিহিত আছে। যেরূপ খোদাতা'লার রবুবিয়্যাৎ এবং রাহমানিয়্যাৎ গুণদ্বয় হইতে অনুগ্রহ লাভ হয় সেই রূপ রহিমিয়্যাতের গুণ হইতে ও এক অনুগ্রহ লাভ হয়। পার্থক্য শুধু এই যে রবুবিয়্যাত এবং রহমানিয়্যাতের গুণ নিচয় দোওয়া সাপেক্ষ নয়, কেননা সেই গুণদ্বয়ের বিকাশ স্থল শুধু মানুষ নয় এবং সমস্ত ভূচর এবং খেচরকে তিনি অকাতরে স্বীয় অনুগ্রহে অনুগৃহিত করিয়াছেন। বরং রবুবিয়্যাতের গুণ তো সমস্ত পশু, সমস্ত উদ্ভিদ, সমস্ত জড় পদার্থ, এবং ভূমণ্ডল এবং নভোমণ্ডলের সমস্ত পদার্থকে অনুগৃহিত করিতেছে এবং কোন পদার্থই তাঁহার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত নয়। পক্ষান্তরে রহিমিয়্যাতের গুণ মানুষের জন্য এক বিশেষ দান বা পারিতোষিক। যদি মানুষ হইয়া ইহার সদ্ব্যবহার না করে তবে এরূপ মানুষ পশু বরং জড় পদার্থ সদৃশ। যেহেতু দান পৌছাইবার জন্য খোদাতা'লা নিজ সত্তায় চারিটি গুণ রাখিয়াছেন এবং মানুষের দোওয়া সাপেক্ষ রহিমিয়্যাত গুণকে বিশেষভাবে মানুষের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, অতএব স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে খোদাতা'লার মধ্যে **এক প্রকার দান** আছে যাহা **দোওয়া করার সঙ্গে জড়িত** এবং দোওয়া ব্যতীত অন্য কোন প্রকারেই তাহা পাওয়া যায় না। ইহা আল্লাহর সুন্নত (প্রথা) এবং এলাহী কানুন (ঐশী বিধান), যাহার বিপর্য্যয় বা বৈপরীত্য বিধি সঙ্গত নয়। এই কারণেই নবীগণ (আলায়-হেমুস্-সালাম) স্ব স্ব অনুবর্তিগণের জন্য দোওয়া করিতেন। তৌরীতে দেখ, কতবার বনি ইস্রায়েল আল্লাহতা'লার অসন্তোষ ভাজন হইয়া শাস্তি পায় পায় অবস্থা হইয়াছিল এবং তারপর কি করিয়া হজরত মুসা (আঃ)এর দোওয়া, অনুনয়-বিনয় এবং সেজদার ফলে সেই শাস্তি টলিয়া গিয়াছিল অথচ পুনঃ পুনঃ এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছিল যে তিনি (আল্লাহতা'লা) তাহাদিগকে ধ্বংস করিবেন।

এক্ষণে এই সমস্ত ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয় যে দোওয়া মাত্র কোন লঘু ব্যাপার নয় আর মাত্র এরূপ এবাদত (উপাসনা)ও নয় যে তাহাতে কোন দান অবতীর্ণ হয় না। যাহারা খোদাতা'লার উপযুক্ত কদর করে না, খোদার কালাম (বাণী) সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহকারে চিন্তা করে না, ইহা তাহাদের স্ব কপোল কল্পিত ধারণা মাত্র। প্রকৃত ব্যাপার এই যে দোওয়ায় নিশ্চয়ই দান অবতীর্ণ হয়, তাহা আমাদিগকে মুক্তি দান করে। উহারই নাম **রহিমিয়্যাতের দান** যাহার সহায়তায় মানুষ বেলায়েতএর (খোদার বন্ধুত্বের) মর্য্যাদা পর্য্যন্ত পৌছিয়া যায় এবং খোদাতা'লার উপর এরূপ একিন (প্রত্যয়) লাভ করে যেন চর্ম্ম চক্ষে তাঁহাকে দর্শন করিতেছে। শাফাআ'ত (সুপারিশ) নামে যে এক ব্যাপার আছে, তাহার ভিত্তি ও রহিমিয়্যাতের গুণ; খোদাতা'লার রহিমিয়্যাত গুণই চায় যে সৎলোক অসৎ লোকদের জন্য শাফাআ'ত করুক।

খোদাতা'লার **চতুর্থ দান** যাহা চতুর্থ শ্রেণীর সৌন্দর্য্যের পর্য্যায়ে পড়ে এবং যাহাকে আমরা বিশেষ দান নামে অভিহিত করিতে পারি, তাহা হইল মালেকিয়্যাতে ইয়াওমিদ্দীন (বিচার দিনের বা শাস্তি ও পুরস্কারের কর্তৃত্ব)। সুরাহ ফাতেহায় ইহাকে "মালেকে ইয়াও মিদ্দীন" বাক্যে বর্ণনা করা হইয়াছে। উহা এবং "রহিমিয়্যাত" গুণের মধ্যে পার্থক্য এই যে রহিমিয়্যাতে দোওয়া এবং এবাদতের মারফত সফলতার যোগ্যতা লাভ হয় এবং "মালেকিয়্যাতে ইয়াওমিদ্দীন" গুণের দ্বারা সেই ফল দান করা হয়। ব্যাপারটা এইরূপ। ধরুন, একজন লোক চেষ্টা-যত্ন দ্বারা গবর্ণমেণ্টের আইন আয়ত্ত করিয়া পরীক্ষা দিল আর তাহাতে পাশ হইল। অতএব "রহিমিয়্যাতের" প্রভাবে কোন সফলতালাভের যোগ্যতার সৃষ্টি হওয়া পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা লাভ সদৃশ এবং যে উদ্দেশ্যে পরীক্ষা পাশ করা হইয়াছিল সেই বস্তু বা মর্য্যাদা লাভ করিলে পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা লাভের ফলে অভীষ্ট-লব্ধ ব্যক্তির অবস্থা "মালেকিয়্যাতে ইয়াওমিদ্দীন" গুণের প্রতিবিম্ব হয় বটে। "রহিমিয়্যাত" এবং "মালেকিয়্যাতে ইয়াওমিদ্দীন" এই দুই গুণের মধ্যে এই ইঙ্গিত নিহিত আছে যে "রহিমিয়্যাত" প্রদত্ত দান খোদাতা'লার দয়া হইতে লাভ হয় এবং "মালেকিয়্যাতে ইয়াওমিদ্দীন" প্রদত্ত দান খোদাতা'লার অনুগ্রহের ফলে লাভ হয়। আর যদিও "মালেকিয়্যাতে ইয়াওমিদ্দীন" গুণ বিরাট আকারে এবং পূর্ণভাবে মৃত্যু-পর-লোকেই বিকশিত হয় তথাপি ইহলোকেও ইহলোকের গণ্ডীর ভিতরে এই চারিটি গুণই বিকাশ লাভ করিবে। "রবুবিয়্যাত" সাধারণভাবে কোন দানের ভিত্তি স্থাপন করে আর "রহমানিয়্যাত" খোলাখুলিভাবে তাহা প্রাণী-জগতে প্রদর্শন করে এবং "রহিমিয়্যাত" এই কথা প্রমান করে যে দানের দীর্ঘ রেখা মনুষ্য-লোকে আসিয়া শেষ হয়। আর মানুষ সেই জীব যে দানকে শুধু কার্য্য দ্বারাই নহে বরং মুখ দিয়াও যাচ্ঞা করে, ওদিকে "মালেকিয়্যাতে ইয়াওমিদ্দীন" দানের শেষ ফল দেয়। এই চারিটি গুণ ইহলোকেই কার্য্য করিতেছে। কিন্তু ইহলোকের গণ্ডী অতি সঙ্কীর্ণ; অধিকন্তু মূর্খতা, অজ্ঞানতা এবং দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতা মানুষের চির বৈশিষ্ট্য; সেই হেতু এই চারিটি গুণের অতি বিরাট পরিধি ইহলোকে অতিকায় নক্ষত্রমালা-সদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুবৎ পরিদৃশ্যমান হয়। কিন্তু মৃত্যু-পর জগতে এই চারি গুণের পূর্ণ দৃশ্য বিদ্যমান থাকিবে। সুতরাং পরলোকই আসল এবং পূর্ণ "ইয়াওমিদ্দীন" (বিচার বা শাস্তি ও পুরস্কারের দিন) হইবে। সেই লোকে এই চারি গুণের প্রত্যেক গুণই স্ব-রূপে দ্বিগুণ অর্থাৎ বাহিক এবং আভ্যন্তরীণ-ভাবে হইবে। সেই জন্য সেই সময় এই চারি গুণ আটটি গুণ বলিয়া পরিদৃশ্যমান হইবে। এই যে একটি কথা আছে যে ইহলোকে চারিজন ফেরেশতাহ্ খোদাতা'লার আরশ (সিংহাসন) ধরিয়া রাখিয়াছে এবং পরলোকে আটজন ফেরেশতাহ্ খোদার আসন ধরিয়া রাখিবে, এই বাক্যের ইঙ্গিতও তাহাই। এ স্থলে রূপক ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। যেহেতু খোদাতা'লার প্রত্যেক গুণের অনুরূপ এক এক জন ফেরেশতাহ্ও সৃষ্ট হইয়াছেন সেই জন্য চারি গুণের অনুরূপ ফেরেশতাহ্ বর্ণিত হইয়াছেন এবং যখন অষ্ট-গুণের বিকাশ হইবে তখন সেই সমস্ত গুণের সঙ্গে অষ্ট-সংখ্যক ফেরেশতাহ্ হইবেন। আর যেহেতু এই গুণাবলী অলুহিয়তের (ঈশ্বরত্বের) ব্যাপকত্বকে এইরূপে নিজ স্কন্ধে ধারণ করিয়াছে যেন তাহা তুলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে সেই জন্য রূপকভাবে তুলিয়া ধরিবার শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। খোদাতা'লার বাণীতে এইরূপ সূক্ষ্ম রূপক অনেক আছে যাহাতে আধ্যাত্মিকতাকে শারীরিকতার রূপ দেওয়া হইয়াছে। মোটের উপর খোদাতা'লার এই চারিটি মহান গুণ আছে যেগুলিতে বিশ্বাস স্থাপন করা প্রত্যেক মোসলমানদের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি দোওয়ার ফল এবং আশীষ-সমূহকে অবিশ্বাস করে সে যেন চারি গুণের স্থলে মাত্র তিন গুণে বিশ্বাস করে।

(ক্রমশঃ)

তবলীগে হেদায়েত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইস্‌লামে মসিহ্‌ জীবিত থাকার ধারণা কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে ?

হজরত মীরজা বশীর আহ্‌মদ সাহেব প্রণীত উর্দ্দু পুস্তকের
অনুবাদ ; অনুবাদক—এ, এইচ, এম্‌, আলী আন্‌ওয়ার

ইস্‌লামের উন্নতির যুগে দলে দলে খৃষ্টীয়ানেরা ইস্‌লামে প্রবিষ্ট হয়। মানুষ তাহার সঞ্চিত ধারণাগুলি আস্তে আস্তে পরিত্যাগ করে। ইহা স্বাভাবিক। কথায় আছে, "রাম রাম" বলা এক দিনেই দূরীভূত হয় না, এবং "আল্লাহ্‌" নাম এক দিনেই সাধন হয় না। ইহা হইতেই সহজে অনুমেয় যে এই সকল লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিগণ যখন ইস্‌লামে প্রবেশ করিল, তখন যদিও তাহারা ইস্‌লামের সত্যতা অনুভব করিয়াই মোসলমান হইয়াছিল, তথাপি মানুষের ধারণাবলী হটাৎ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন লাভ করে না বলিয়া এই সকল ব্যক্তিগণ ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিস্তৃত বিষয়াবলীতে বহু খৃষ্টীয়ান ধারণা ইস্‌লামে আমদানী করে। এক দিনে তাহাদের অন্তর হইতে সেগুলি দূর হওয়া সম্ভবপর ছিল না। তাহাদের অন্তর হইতে শেরেকের সীমায় উপনীত হজরত মসিহ্‌র (আঃ) জন্য অতিরিক্ত প্রেম নীচে নামিয়া আসিলেও এখনো সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয় নাই। এই জন্য কোরআন শরীফ এবং হাদীস সমূহে যেখানেই মসিহ্‌র কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা স্বভাবতঃ টীকা সংযোগ করিয়াছে। ক্রমে ক্রমে মোসলমানগণ এই সকল ধারণা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পড়ে। এই কারণেই আমাদের সাবেক তফসীর-কারকগণ কোরআন শরিফের ব্যাখ্যায় অহেতুক ইস্রাইলীয় কেচ্ছা কাহিনী বর্ণনা আরম্ভ করেন।

মৃতের পুনরাগমন নাই :

দৃষ্টান্ত স্থলে, কোরআন শরীফে উক্ত হইয়াছে, মসিহ্‌ মুর্দ্দা জিন্দা করিতেন। ইহার পরিস্কার অর্থ আধ্যাত্মিক হিসাবে মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে মসিহ্‌ জীবনী-শক্তির উৎপাদন করিতেন। নবীগণ ইহাই করিবার জন্য আগমন করেন। আঁ-হজরতের (সল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লাম) সম্বন্ধে কোরআন শরীফে উক্ত হইয়াছে :

"ইয়া আইয়ু-হাল্লাজিনা আমানুস্‌-তাজিবুলিল্লাহে ও লির্‌-রাসুলে ইজা দাআকুম্‌ লেমা ইয়ুহ্‌য়িকুম" (সুরাহ্‌ আনফাল' রুকু ৩)।

"হে মুমেনগণ, তোমরা আল্লাহ্‌র আহ্‌বানে সাড়া দাও এবং রসুলের ডাকেও হাজির হও, যখন তিনি তোমাদিগকে আহ্‌বান করেন, যেন তিনি তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করেন।" দেখুন, আঁ-হজরতের (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লাম) সম্বন্ধে কিরূপে পরিস্কারভাবে "জীবিত করিবার" কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে সকলেই অবিসম্বাদিতক্রমে "আধ্যাত্মিক অর্থে জীবন-দান" অর্থ করেন। কিন্তু যেই মসিহ্‌র জন্য এই কথারই উল্লেখ পাওয়া যায়, তখন বাস্তবিক মৃত ব্যক্তিদিগকেই পুনরায় জীবন-দান অর্থ করা হয়। ইহা খৃষ্টীয়ান ধারণাবলীর বশবর্ত্তী লোকদের প্রভাবেরই ফল। অথচ, কোরআন শরীফের প্রকাশ্য শিক্ষা অনুসারে প্রকৃত মুর্দ্দা এ পৃথিবীতে পুনর্জন্ম লাভ করিতে পারে না,—আবার এখানে জীবন ফিরিয়া পাইতে পারে না। যেমন, বলা হইয়াছে :—

"ও মিউঁ ওরায়েহিম্‌ বারজাখুন্‌ ইলা ইয়াওমে ইয়ুবআ'সুন" ('সুরাহ্‌ মোমেনুন' রুকু ৬)।

"যাহারা মরিয়া যায়, তাহাদের এবং এ পৃথিবীর মধ্যে কেয়ামত পর্য্যন্ত বাধা দণ্ডায়মান হয়।" সেইরূপ, মসিহ্‌র জন্য কোথাও "খালক" (সৃষ্টি করা) ব্যঞ্জক শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে, আমাদের তফ্‌সির-কারকগণ উহার মৌলিক অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ, এই প্রকার শব্দগুলি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। **'নজুলে-মসিহ্‌'** বা মসিহ্‌র অবতরণ ব্যাপারেও ইহাই ঘটিয়াছে। খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মে পূর্ব্ব হইতেই হজরত ঈসার (আঃ) পুনরাগমনের সংবাদ চলিয়া আসিতেছিল এবং স্বয়ং মসিহ্‌রই আগমন হইবে বলিয়া খৃষ্টীয়ানেরা ধারণা করিতেছিল। ইহারা ইস্‌লামে দাখিল হইলে পর ইসলামেও একজন মসিহ্‌র (আঃ) আগমন-বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ মনে করিল যে, হউক আর না হউক, ইহা সেই সংবাদই যাহা খৃষ্টীয় ধর্ম্মেও প্রচলিত আছে। ভাগ্যক্রমে, এখানে "নজুল"—"অবতরণ" শব্দটিও পাওয়া গেল। তবে আর কি ? শেষ যুগে স্বয়ং ইস্রাইলীয় মসিহ্‌ই নাজেল হইবেন—তিনিই অবতরণ করিবেন—ধ্রুবরূপে ইহাই বিশ্বাস করা হইল। পরে গতানুগতিকভাবে যাহাদের আবির্ভাব হইল, পূর্ব্ব-পুরুষদের মতের বিরুদ্ধে কোন কথা উচ্চারণ করিবার মত সাহস তাঁহাদের কোথায় ? কোরআন শরীফ খুলিয়া দেখুন, আদি হইতে সর্ব্ব-সাধারণের একই ধ্বনি চলিয়া আসিয়াছে :—

"বাল্‌ নাত্তাবেউ' মা আল্‌ফায়না আলায়হে আবা-আনা" ('সুরাহ্‌ বাকারাহ্‌, রুকু ২১) "আমরা ত আমাদের বাপ-দাদার পথেই চলিব।"

অঙ্গীকৃত মসিহ এই উম্মতের মধ্যেই উৎপন্ন হওয়ার কথা ছিল :

বফজলে খোদা, এ পর্য্যন্ত আমরা কোরআন শরীফ এবং হাদীসের দিক হইতে চূড়ান্তভাবে সপ্রমাণ করিয়া আসিয়াছি যে, হজরত মসিহ্‌কে জিন্দা আকাশে উঠানো হয় নাই, এবং তিনি মৃত্যু লাভ করিয়াছেন এবং মসিহ্‌ **জীবিত থাকার ধারণা** পরে মোসলমানগণের মধ্যে ঢুকিয়াছে। নতুবা, সাহাবা করোম (রাঃ) ত সুনিশ্চিত-রূপে মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন যে, আঁ-হজরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহি ও সাল্লামের পূর্ব্বে যত রসুল হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মৃত্যু লাভ করিয়াছেন। এখন, আমরা কোরআন শরীফ এবং হাদিস হইতে এ কথার প্রমাণ দিতেছি যে, ইস্‌লামে যে মসিহ্‌ আগমনের ওয়াদা প্রদত্ত হইয়াছে, তিনি এই উম্মত হইতেই হইবেন। কোরআন শরীফে আল্লাহ্‌ তা'লা বলেন :—

"ও আ'দাল্লাহুল্‌-লাজিনা আমানমু মিনকুম ও আমেলুস-সালেহাতে লাইয়াস্‌তাখ্‌লে-ফান্নাহুম্‌ ফিল্‌-আরদে কামাস্‌-তাখ্‌লাফাল্লাজিনা মিন্‌ কাব্‌-লেকুম্‌ ও লাইয়ুমাক্কেনান্না লাহুম্‌ দীনাহুমুল্‌-লাজির-তাজা লাহুম।" ('সুরাহ্‌ নূর,' রুকু ৭)

"আল্লাহ্‌ তালা তাহাদের সহিত ওয়াদা করিতে-ছেন, যাহারা তোমাদের মধ্যে পাক্কা ইমান আনে এবং নেক আমল করে তিনি তাহাদিগকে পৃথিবীতে খলিফা করিবেন, যেমন তিনি তাহাদিগকে খলিফা করিয়াছিলেন যাহারা তাহাদের পূর্ব্বে ছিল এবং তিনি তাহাদের ঐ ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন যাহা খোদা তাহাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন।" এই আয়েতে আল্লাহ্‌-তা'লা মোসলমানগণের সহিত ওয়াদা করিতেছেন যে, তিনি তাহাদের মধ্যে সেইভাবে আঁ-হজরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লামের খলিফা করিবেন, যেমন তিনি বনি-ইস্রাইলের মধ্যে হজরত মোসার (আঃ) খলিফাগণকে উত্থিত করিয়াছিলেন এবং ইহাদের দ্বারা ধর্ম্মকে শক্তিশালী করিবেন। **প্রকাশ্য কথা,** হজরত মোসার (আঃ) পর আল্লাহ্‌ তা'লা বনি-ইস্রাইলের মধ্যে বহু খলিফা পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা তৌরাতের খেদমত করিতেন। মোসীয় শৃঙ্খলের এই খলিফাগণ হজরত মসিহ্‌ নাসেরীর মধ্যে চরমত্ব ও পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হন। মোসলমানগণকেও এইরূপ খলিফাগণের ওয়াদা দেওয়া হইয়াছে এবং ঠিক যেমন মোসীয় সেল্‌সেলার শেষ খলিফা হইয়াছিলেন ইস্রাইলীয় মসিহ্‌, সেইরূপ ইহাই সুনির্দ্দিষ্ট ছিল যে শেষ যুগে মোসলমানগণের মধ্যেও একজন মসিহ্‌ প্রেরিত হইবেন। তিনি ইস্‌লামী খলিফাগণের চক্র পূর্ণ করিবেন এবং উহাকে পূর্ণত্ব প্রদান করিবেন। অন্য কথায়, এই প্রকারে এই উভয় শৃংখলের—এই উভয় সেল্‌সেলার সৌসাদৃশ্য আল্লাহ্‌ তা'লা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা 'কামা' (যেমন) শব্দ হইতে প্রকাশ পাইতেছে। এখন জ্ঞানী ব্যক্তিগণ অবহিত আছেন যে, সাদৃশ্যের জন্য ভিন্ন বস্তুর প্রয়োজন হয়। সুতরাং, ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মোহাম্মদীয় সেল্‌সেলার মসিহ্‌ অর্থাৎ আখেরী খলিফা মোসীয় সেল্‌সেলার মসিহ্‌ হইতে একজন ভিন্ন ব্যক্তি হইবেন এবং যদিও তিনি তাঁহার অনুরূপ (মসিল) হইবেন—কিন্তু তিনি সেই ব্যক্তিই হইবেন না, বরং তাঁহা হইতে ভিন্ন ব্যক্তি হইবেন।

তারপর, শুধু ইহাই নয়, হাদিসেও পরিস্কাররূপে বলা হইয়াছে যে, ওয়াদাকৃত (মাওউদ) মসিহ্‌, মোহাম্মদীয়া উম্মত হইতেই হইবেন। তিনি এই উম্মতেরই এক ব্যক্তি—তিনি বাহির হইতে হইবেন না। আঁ-হজরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লাম বলেন :—

"কাইফা আন্‌তুম্‌ ইজা নাজালাবনু মারয়্যামা ফিকুম্‌ ও ইমামুকুম্‌ মিনকুম।" (বুখারী' ও 'মোস্‌লেম', বহাওয়ালা 'মিশকাত,' বাব-উ-নজুলে ঈসা-বনে মারয়্যামা)

"তোমাদের অবস্থা তখন কতই উত্তম হইবে, হে মোসলমানগণ, যখন তোমাদের মধ্যে ইবনে মরিয়ম নাজেল হইবেন এবং তিনি তোমাদের ইমাম হইবেন তোমাদেরই মধ্য হইতে।" এই হাদিস স্বেচ্ছাহীন ভাষায় ঘোষণা করিতেছে যে, মসিহ্‌ মাওউদ (ওয়াদাকৃত ও প্রতিশ্রুত মসিহ্‌) মোসলমান-দেরই একজন ব্যক্তি বিশেষ মাত্র। 'মিনকুম' (তোমাদের মধ্য হইতে) দ্বারা ইহাই বুঝায়। অবশ্য, যিনি আসিবেন, তিনি "ইবনে-মরিয়ম" বলিয়া এখানে অভিহিত হইয়াছেন। কিন্তু "মিনকুম"—"তোমাদেরই মধ্য হইতে" সজোরে ঘোষণা করিতেছে যে, এই "ইবনে-মরিয়ম" পূর্ব্বে যে 'ইবনে-মরিয়ম' হইয়াছিলেন, তিনিই নহেন। হে মোস্‌লমানগণ, ইনি তোমাদেরই মধ্য হইতে এক জন হইবেন। 'ইবনে মরিয়ম' বলার তাৎপর্য্য পরে বলা হইবে। কিন্তু আপাততঃ, পাঠকগণ, শুধু এই মাত্র লক্ষ্য করিবেন যে, 'মিনকুম' ("তোমাদেরই মধ্য হইতে") কি মসিহ্‌ নাসেরীর পুনরাগমন সংক্রান্ত ধারণার মূলোৎপাটন করিতেছে না? বড়ই পরিতাপের কথা! হজরত খাতামুন্‌ নাবীঈন সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লাম পরিষ্কার এই সংবাদ দিয়াছেন যে মসিহ্‌ মাওউদ এই উম্মত হইতেই হইবেন, কিন্তু মোসলমানগণ মসিহ্‌ নাসিরীর প্রেমে শেরেকের পর্য্যায়ে পৌছিয়া তাঁহাদের সংশোধনার্থে অকারণে বনি-ইস্রাইলের পদানত হইতেছেন। খোদা এই জাতির প্রতি দয়া করুন। ইহাঁরা শ্রেষ্ঠ উম্মত হইয়াও ইহাঁদের কেমন অধঃপতন ঘটিয়াছে!

বস্তুত:, প্রতিশ্রুত মসিহ্‌ সমন্ধে "ইমামুকুম্‌-মিনকুম" ("তিনি তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের ইমাম হইবেন" বলিবার দ্বারা আঁ হজরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লাম যাবতীয় ঝগড়ার ফয়সালা করিয়াছেন এবং সংশয়-সন্দেহের কোনোই স্থান রাখেন নাই। তাঁহার বাৎসল্যের প্রতি আরও লক্ষ্য করুন! অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় অঙ্গীকৃত মসিহ্‌ এই উম্মতের এক ব্যক্তি হইবেন বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, বরং তিনি আরোও বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

"রাআয়তু ঈসা ও মোসা ফা-আম্মা ঈসা ফা-আহ্‌মারু জা'দুন্‌ আরিজুস্‌ সাদরে ও আম্মা মুসা ফা-আদামু জাসিমুন্‌ সিবতুশ্‌-শা'রে কা-আন্নাহু মিনার-রেজালেজ্‌-জুতে।"

"আমি কাশ্‌ফে ঈসা এবং মুসা আলায়-হিমাস্‌-সালামকে দেখিয়াছি। ঈসা রক্ত বর্ণের ছিলেন। তাঁহার চুলগুলি ছিল কোঁকড়ানো। বক্ষ ছিল চৌড়া। মুসা গোধুম বর্ণের ছিলেন। দেহ ছিল ভারী। 'জুৎ গোষ্ঠির ব্যক্তিগণের ন্যায় তাঁহাকে দেখাইতেছিল।"

এই হাদিসে আঁ-হজরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লাম হজরত ঈসা ইবনে মরিয়মের অবয়ব বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণ ছিল লাল। তাঁহার চুলগুলি ছিল কোঁকড়ানো। এখানে 'ঈসা' দ্বারা 'পূর্ব্ববর্তী ঈসা' (আঃ) বুঝায়। ইহার প্রমাণ এই হাদিসেই বিদ্যমান। তাঁহাকে এক জন পূর্ব্ববর্ত্তী নবী হজরত মোসার (আঃ) সহিত দেখার কথা বলা হইয়াছে। পাঠকগণ হজরত মসিহ্‌র এই হুলিয়া বিশেষভাবে মনে রাখিবেন। অপর এক হাদিসে আঁ-হজরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লাম বলিয়াছেন :—

"বায়না আনা নায়েমুন আতুফু বিল কা'বাতে ফা-ইজা রাজুলুন্‌ আদামু সিবতুশ্‌ শারে ইয়ানতেফু আও ইয়ুহরাকু রাসুহু মাআন্‌ ফাকুলতু মান হাজা কালু ইবনু মারয়্যামা....ইলা আখের"

"আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমি কা'বা 'তাওয়াফ' করিতেছি। তখন হঠাৎ এক ব্যক্তি আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বর্ণ ছিল গোধূম বর্ণ। তাঁহার চুলগুলি ছিল সোজা ও লম্বা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে ইনি কে? বলা হইল যে তিনি 'ইবনে-মরিয়ম'।" এই হাদিসে "ইবনে-মরিয়ম" দ্বারা শেষ জামানায় যে মসিহ্‌ আবির্ভূত হওয়ার কথা আছে, তাঁহাকে বুঝায়। ইহার প্রমাণ, অতঃপর এই হাদিসেই দাজ্জালের উল্লেখ আছে। অর্থাৎ, আঁ-হজরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লাম বলিয়াছেন যে, তখন তিনি দজ্জালকেও দেখিতে পাইয়াছিলেন। সুতরাং, ইহাই প্রমাণিত হয় যে, দজ্জালের মোকাবেলায় যে মসিহ্‌র আবির্ভাব হইবে, ইনি সেই মসিহ্‌। ইহাতে বিষয়টি সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া পড়িয়াছে। বনি-ইস্রাইলের নিকট প্রেরিত মসিহ্‌ নাসেরীর বর্ণ ছিল লৌহিত, চুল ছিল কোঁকড়ানো। কিন্তু দাজ্জালের বিরুদ্ধে যে মাসহ্‌ আবির্ভূত হওয়ার কথা, তাঁহার হুলিয়া হইল তাঁহার বর্ণ গোধূম, কেশ সোজা ও লম্বা। কোথায় লৌহিত বর্ণ, আর কোথায় গোধূম বর্ণ! কোথায় কোঁকড়ানো চুল এবং কোথায় সোজা ও দীর্ঘ কেশ! ইহা অপেক্ষা পরিষ্কার কথা আর কি হইতে পারে? উভয় মসিহ্‌রই ছবি পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত। এই ছবিদ্বয়ও আবার খাতামুন্‌-নাবীঈন সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লামের হাতে আকা। পাঠক নিজেই বিচার করুন, এই চিত্রদ্বয়ের দ্বারা কি একই ব্যক্তির চেহারা দেখা যায়? যাহাকে খোদা চক্ষু দিয়াছেন, সে ত কখনো উভয়ই এক—এ কথা কহিবে না। হজরত মীর্জা সাহেব কেমন সুন্দর বলিয়াছেন :—

"মাওউদাম্‌ ও বহুলিয়ায়ে মাসুর আমাদাম্‌ হায়েফ্‌ আস্ত গার্‌ বদিদা না বিনাদ্‌ মানজারাম্‌ রাঙ্গাম্‌ চু গান্দুম্‌ আস্ত ও বমাও ফাকে বাহয়েন্‌ আস্ত জাঁ সাঁ কেহ্‌ আমাদ আস্ত দার্‌ আখ্‌বারে সারওরাম্‌ ইমাকদামাম্‌ না জায়ে শকুক আস্ত ও তলতেবাস্‌ সাইয়েদ জুদা কুনাদ যে মসিহে আহ্‌মারাম্‌"

অর্থাৎ, "আমিই মসিহ্‌ মাওউদ। আমি আঁ-হজরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লামের বর্ণিত হুলিয়া অনুসারে আসিয়াছি। সেই চক্ষুর প্রতি আক্ষেপ! যাহা আমাকে দেখিতে পায় না। আমার বর্ণ গোধূম বর্ণ। চুলগুলিও ঐ ব্যক্তি চুল হইতে ভিন্ন, যাঁহার সম্বন্ধে আঁ-হজরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লামের হাদিসে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং, আমার ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নাই। আমাদের মুনিব, আমাদের নেতা স্বয়ং আমাকে লৌহিত-বর্ণ মাসহ্‌ হইতে পৃথক করিয়াছেন।"

"নজুল" অর্থ :

উপরে বর্ণিত প্রমাণগুলি দ্বারা দিবালোকের ন্যায় ইহা দেদীপ্যমান হইয়া পড়ে যে, যে মসিহ্‌র আসার কথা আছে, তিনি পূর্ব্ববর্তী মসিহ্‌ নাসেরী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। কোরআন সাক্ষ্য দিতেছে যে প্রতিশ্রুত মসিহ—মসিহ্‌ মাওউদ এই উম্মতেরই এক জন ব্যক্তি। তারপর, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লাম উভয় মসিহ্‌র পৃথক পৃথক প্রকৃতি আমাদের সম্মুখে ধরিবার ফলে অধিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন বাকী রাখেন নাই। এখন সন্দেহের স্থান কোথায়? একটি সংশয় অবশ্যই থাকে। যদি মসিহ্‌ মাওউদ এই উম্মত হইতেই হইবার ছিলেন, তবে তাঁহার জন্য "নজুল" এবং "ইবনে মরিয়ম" শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে কেন? "নজুল" শব্দ হইতে প্রকাশ পায় যে, মসিহ্‌ মাওউদ আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইবেন এবং "ইবনে মরিয়ম" শব্দ সম্মিলিত হইয়া তাহার নির্দ্দেশ করে যে, হজরত মসিহ্‌ নাসেরী স্বয়ং আসিবেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে উত্তমরূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, প্রথম কথা কোনো সহীহ্‌, মারফু, মোত্তাসেল্‌—ধারাবাহিক-ভাবে বর্ণিত, সত্য হাদিসে "নজুলের" সাহত 'সামা' (আকাশ) শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই যে, তদ্বারা 'আকাশ হইতে অবতরণ অর্থ করা যাইতে পারে। তদ্ব্যতীত, "নজুল" শব্দের অর্থের প্রতি চিন্তা করা হয় নাই। আরবীতে "নজুল" অর্থ "প্রকাশিত হওয়া" এবং "আসা" অর্থেও ব্যবহৃত হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে, কোরআন শরীফে আল্লাহ্‌ তা'লা বলেন :—

"কাদ আন্‌জালাল্লাহু ইলায়কুম্‌ জেকরান্‌ রাসুলাই ইয়াৎলু আলায়কুম্‌ আয়াতিল্লাহে" (সুরাহ্‌ হাদীদ, রুকু ২)।

"আল্লাহ্‌ তা'লা তোমাদের প্রতি এক জন স্মরণ-দাতা রসুল অবতীর্ণ করিয়াছেন, তিনি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌-তালার আয়াতসমূহ পাঠ করিতেছেন।" এই আয়েতে আঁ-হজরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লাম সম্বন্ধে "নজুল" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অথচ, সকলেই জানেন যে তিনি আকাশ হইতে অবতীর্ণ হন নাই, বরং তিনি এ পৃথিবীতেই জন্ম গ্রহণ করেন। তারপর, কোরআন শরীফে উক্ত হইয়াছে :—

"ও আন্‌জালাল্‌ হাদিদা ফিহে বাসুন্‌ শাদীদো ও মানাফেউ লিন্‌-নাসে"

"আমি লৌহ অবতীর্ণ করিয়াছি। ইহাতে যুদ্ধের উপকরণ নিহত আছে। এতদ্ব্যতীত, ইহাতে মানুষের জন্য বহুবিধ উপকারিতাও বিদ্যমান।" লৌহ কি আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয়? বস্তুতঃ এই সকল আয়েত হইতে ইহাই প্রকাশ পায় যে, "নজুল" শব্দের অর্থ সব সময় শাব্দিক অর্থে উর্দ্ধ হইতে অবতরণ" বুঝায় না, বরং অধিকাংশ সময়েই "নজুল" শব্দ ঐ সকল বস্তুর সমন্ধে ব্যবহৃত হয়, যাহা খোদার তরফ হইতে মানুষ রহমত স্বরূপে প্রাপ্ত হয়। সুতরাং, "নজুল" শব্দ হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যে, মসিহ্‌ আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইবেন—একটি মহা ভুল। তারপর, পাঠক পাঠিকা কি কখনো শোনেন নাই যে, আরবীতে মোসাফেরকে 'নাজীল' এবং বাস-স্থানকে 'মঞ্জেল' বলা হয়। এ ছাড়া কোন কোন হাদিসে মসিহ্‌ সম্বন্ধে 'বাআসা' (প্রেরণ) এবং 'খরুজ' (বহির্গমন) শব্দগুলিও ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং, ইত্যাবস্থায় "বাআসা" "খরুজ" এবং "নজুল" এই শব্দ ত্রয়ের মধ্যে সাধারণ যে অর্থ, তাহাই অভিপ্রেত বলিয়া বুঝিতে হইবে। [ক্রমশঃ]

ঐশী-গুণাবলীর প্রতীক হও

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

দিগকে আল্লাহ্ তা'লার তরফ হইতে হুকুম দেওয়া হয় তাহার পিছনে চলার। ফলে, সে যেখানেই যায়, ফেরেশ্তা তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া লোকের মনে তাহার প্রভাব বিস্তার করে এবং তাহার জন্য ভালবাসার উদ্রেক করে; এবং এইরূপে লোকের মধ্যে গ্রহণীয় ও গৃহীত—'মক্বুল' হইয়া পড়ে।

অতএব চেষ্টা করিতে থাক, তোমাদের দ্বারা খোদার গুণাবলী ব্যতীত যেন অন্য গুণ প্রকাশিতই না হয়। অতঃপর, স্মরণ রাখিবে ফেরেশ্তা তোমাদের অধীন হইয়া পড়িবেন। তোমাদের আজ্ঞানুবর্ত্তিতার জন্য তাঁহাদিগকে আদেশ করা হইবে। তোমরা যাহা বল, তাঁহারা তাহাই করিতে আদিষ্ট হইবেন। রূপক সেজ্দার অর্থই হইল আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্ত্তিতা। তারপর, তোমরা যেভাবে করিতে বলিবে, তাহারাও সেই ভাবে করিতে আরম্ভ করিবে। তোমাদের সহিত আল্লাহ্ তা'লা সেই ব্যবস্থাই করিবেন, যাহা আবাহমান কাল হইতে তিনি তাঁহার নেক বান্দাগণের সহিত করিয়া আসিতেছেন। অর্থাৎ, তাঁহারা যাহা বলেন, তাহাই হয়। ইহার কারণ কি? শুধু ইহাই যে, আল্লাহ্-তা'লা তাঁহার ফেরেশ্তাদিগকে বলেন, আমার এই বান্দার সেই ইচ্ছারই উদ্রেক হইবে, যাহা আমার অভিপ্রেত। সুতরাং, আমার এই বান্দা যখন কোন অভিলাস প্রকাশ করে, তখন ইহার অর্থ আমিই সেই আকাঙ্খা করিয়াছি। এজন্য আমার আভিলাস পূর্ণ করা যেমন তোমাদের কর্ত্তব্য, সেইরূপ তাহার আকাঙ্খা পূর্ণ করাও তোমাদের কর্ত্তব্য।" সুতরাং, এই আয়েতে মানুষের প্রকৃত মাকামের সন্ধান পাওয়া যায়—মানুষ আল্লাহ্ তা'লার আকার ধারণ করিবে। অর্থাৎ, মূল জন্ম ত তাহার উহাই, যাহা 'আবুল-বশর' আদমের ছিল। কিন্তু এখন তাহাকে আপনার মধ্যে এরূপ পরিবর্ত্তন আনিতে হইবে যেন সে দ্বিজন্ম লাভ করে—অর্থাৎ, সে "খালাক্নাকুম" সম্বলিত অবস্থা হইতে উন্নতি-ক্রমে "সাও-ওরনাকুম" সম্বিলিত অবস্থায় পদার্পন করে। এমন কি, খোদাতা'লা তাঁহার ফেরেশ্তা-গণকে এই আদেশ করেন, "সে যাহা করে, তোমরা তাহাই করিবে, সে যাহা বলে, তোমরাও তাহাই বলিবে। কেননা, সে আমার মরজীর বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারে না এবং তোমরাও আমার মরজীর বিরুদ্ধাচরণ করিতে পার না। সুতরাং, সে যাহা করে, তাহাই আমার অভিপ্রেত। আমার ইচ্ছা পালনই তোমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া তোমরা তাহাই করিবে, যাহা সে করিতেছে।"

সুতরাং, তোমরা আল্লাহ্ তায়া'লার সিফাত—তাঁহার গুণাবলীর প্রতীক হও। তারপর দেখ, খোদা-তা'লার ফেরেশ্তারা কিরূপে তোমাদের সাহায্য করেন। তাঁহারা তোমাদের সম্মুখেও বিচরণ করিবেন, পিছনেও করিবেন। তাঁহারা তোমাদের ডানেও বিচরণ করিবেন, বামেও করিবেন, যেমন আল্লাহ্ তালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন যে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লামের সামনে ও পিছনে ফেরেশ্তাদের বাহিনী থাকিত। (রা'আদ, রুকু ২) তাঁহার আগে পিছে ফেরেশ্তাদের থাকার অর্থই হইল মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লাম খোদাতা'লার গুণাবলীর প্রতীক হইয়াছিলেন। ফেরেশ্তারা খোদাতা'লার আজ্ঞাবহ অস্তিত্ব। এ জন্য তাঁহারা রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লামের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন যেন দেখিতে পাইতেন যে খোদাতা'লার অভিপ্রেত কি? যখন মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লাম কোন কাজ করিতেন, তখন তাঁহারা বুঝিয়া লইতেন যে, ইহাই খোদা-তা'লার অভিপ্রেত এবং তাঁহারাও তাহাই করিতে তৎপর হইতেন। যখন মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লাম কোন কাজ হইতে বিরত থাকিতেন, তখন ফেরেশ্তাগণ বুঝিতে পারিতেন যে ইহা খোদাতা'লার বাঞ্ছিত নয়। এ জন্য তাঁহারাও তাহা হইতে বিরত থাকিতেন। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'লা বলেন "ওমা রামাইতা ইজ্ রামাইতা ও লাকিনাল্লাহা রামা" ('আন্ফাল,' রুকু ২)—যখন মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লাম এক মুষ্টি কঙ্কর লইয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তখন ফেরেস্তা-গণ তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, এখন খোদা-তা'লা কঙ্কর ফেলিতেছেন, আমাদেরও কঙ্কর নিক্ষেপ করিতে হইবে। তাঁহারাও সকলেই কঙ্কর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এখন এই কঙ্করগুলি রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লামের নিক্ষিপ্ত এক মুষ্টি কঙ্কর মাত্র ছিল না, বরং ফেরেশ্তাগণের পূর্ণ-মুষ্টি কঙ্করগুলিও ঐ সঙ্গেই নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এক মুষ্টিতে অত্যধিক হাজার কণা কঙ্কর থাকিতে পারিত। তারপর, এই কঙ্করগুলি সম্মুখে বিস্তৃত হইয়া পড়ারও প্রয়োজন ছিল। তারপর, সেগুলি কাহাকে স্পর্শ না করিতেও পারিত। বস্তুতঃ ঐ পাথর কণাগুলি মুশ্রিকদের সকলকেই আঘাত করিতে পারিত না। কিন্তু ফেরেশ্তারাও যখন তাঁহার সহিত কঙ্কর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, উহার ফলে শত্রুদের সমগ্র ফৌজই আঘাত প্রাপ্ত হইল এবং তাহারা ভীত হইয়া পলায়ণ করিল।

সুতরাং, তোমরা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি অভিনিষ্ট হও। তাঁহারই নিকট দোয়া কর, যেন তিনি তোমাদের চরিত্র এমনি সংশোধন করেন যেন উহার ফলে ফেরেশ্তাগণ তোমাদের সঙ্গে চলেন। ইহা পরম বস্তু। ইহা পাওয়ার সৌভাগ্য যাহার হয়, সে বাস্তবিকই কৃতী।

কোরআন করীমে ফেরেশ্তাগণের সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহারা তাঁহাদের রাব্বের আদেশে অবতীর্ণ হন। রাব্বের আদেশ তাহারই জন্য অবতীর্ণ হয়, যে তাঁহার হইয়া পড়ে। তখন খোদাতা'লা বলেন, "সে ত আপনাকে আমার হাতে সপোর্দ্দ করিয়াছে। সে আপনাকে আমার হাতে সপোর্দ্দ করায়, রূপকভাবে সে-ই 'আমি হইয়াছি। সুতরাং, তোমরাও রূপকভাবে তাহাকে সেজদা কর। অর্থাৎ, তাহার আজ্ঞানুবর্ত্তিতা কর। সে যাহা করে, তোমরা তাহাই কর। সে যাহা হইতে তোমাদিগকে রোধ করে, তোমরা তাহা হইতে ক্ষান্ত হও।" ক্রমে ক্রমে এ হেন মানুষ তাহার শত্রুদের উপর জয় লাভ করেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁহার সাহায্যের উপায় করেন। তিনি খোদা-তা'লার নাম প্রচার করেন। তাঁহার প্রেম লোকের মনে প্রবল করিয়া তোলেন। বাহ্য-দৃষ্টিতে অসম্ভব ব্যাপারগুলি তাঁহার হাতে সম্ভবপর হইয়া পড়ে। যাহারা খোদাতা'লার ধর্ম্মের বিলোপ সাধনে ব্রতী হয়—তাঁহার সহিত সংঘর্ষের ফলে চুরমার হয়। তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হওয়ার জন্য লোকের দেলে আল্লাহ্ তা'লার ফেরেশ্তাগণ অনুপ্রেরণা জন্মাইতে থাকেন। দেখ, আমাদের জমাতে শত শত নয়, সহস্র সহস্র এমন লোক আছেন, যাঁহারা স্বপ্ন দেখিয়া জমাতে দাখিল হইয়াছেন। কোরআন করীমে ফেরেশ্তাগণ সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে তাঁহারা খোদাতা'লার আদেশ ব্যতীত অবতীর্ণ হন না। ইহার অর্থ ইহাই যে, তোমরা রূপকভাবে খোদা হইয়া পড়িলে ফেরেশ্তাগণ তোমাদের সাহায্যার্থে অবতীর্ণ হইবেন; এবং যখন কাহারো সাহায্যের জন্য খোদাতা'লার ফেরেশ্তাগণ অবতরণ করেন, তখন তাহার কৃতকার্য্য হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ আর কি থাকিতে পারে?

পূর্ব্ব পাকিস্তান আঞ্জোমন আহ্মদীয়ার সেক্রেটারী নিয়োগ:

মোহ্তরম জনাব আমীর সাহেব, পূর্ব্ব-পাকিস্তান আঞ্জোমন আহ্মদীয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক পরিষদের ১২।৫৬ তারিখের বৈঠকে পূর্ব্ব পাকিস্তান আঞ্জোমনে আহ্মদীয়ার কর্ম্ম-কর্ত্তা নিয়োগ বিষয়ে নিম্নলিখিত মত গ্রহণ করিয়াছেন:—

"রেসিডেণ্ট সেক্রেটারীই জেনারেল সেক্রেটারীর কার্য্য সম্পাদন করিবেন এবং জনাব আমীর সাহেবের নিকট সোজাসোজি দায়িত্ব সহ নিম্নলিখিত সেক্রেটারীগণ নির্ব্বাচিত হইলেন:

১। জেনারেল সেক্রেটারী—এ, এইচ, এম, আলী আন্ওয়ার। ২। সেক্রেটারী বয়তুল্ মাল—জনাব ডি, এ, কে, খাদিম সাহেব। ৩। সেক্রেটারী তহরীক জদীদ—জনাব ওমর বশির আহ্মদ সাহেব। ৪। সেক্রেটারী ওসিয়ত—জনাব সোলায়মান সাহেব। ৫। সেক্রেটারী রুশদ-ও-এস্লাহ—জনাব আহ্সান উল্লাহ্ সিকদার সাহেব। ৬। সেক্রেটারী তালিফ ও তসনিফ্—জনাব মোহাম্মদ মোস্তাফা আলী সাহেব। ৭। সেক্রেটারী ওমুরে আম্মা ও খারেজা—জনাব শামসুর রহমান সাহেব। ৮। সেক্রেটারী জায়েদাদ ও তেজারত—জনাব ওমর বশির আহ্মদ সাহেব। ৯। সেক্রেটারী ইশায়াত—জনাব আবদুল লতিফ সাহেব। ১০। ট্রেজারার—জনাব মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক সাহেব। ১১। অডিটার—জনাব চৌধুরী আজীজ আহ্মদ সাহেব।"

সেক্রেটারী ওমুরে আম্মা ও খারেজা ব্যতীত সকলেই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

এ, এইচ, এম্, আলী আন্ওয়ার
জেনারেল সেক্রেটারী, পূঃ পাঃ আঃ আঃ

১৯৫৫ সনের সালানা জল্‌সা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হইতে বিশ্ববাসীকে রক্ষা করেন। কিন্তু সব সময়েই খেদমতে-খল্‌কের সুযোগ আসে। রোগীদিগকে ঔষধ দান, গরীব ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের, বিধবাদের সাহায্য—এ সকলই এমন কাজ যাহা তোমরা সব সময়েই করিতে পার। ইহা তোমাদের কার্য্য-সূচীর একটি স্থায়ী অংশ হওয়া কর্ত্তব্য।

এবাদত ও দোয়া ধর্ম্মের প্রাণ :

তারপর, লোক-সেবা—'খেদমতে-খল্‌কেরই' ন্যায় নামাজ, রোজা এবং দোয়াও স্ব স্ব স্থানে অতি গুরুত্বপূর্ণ। বরং ইহারা ধর্ম্মের প্রাণ স্বরূপ। ইহারাই মোমেনের হেফাজতের উপায়। শত্রুর অনিষ্ট হইতে নিরাপদ থাকার এবং আল্লাহ্‌ তা'লার হেফাজতে এবং তাঁহার আশ্রয়ে আসিবার একটি মাত্র উপায়ই আছে। দোয়া এবং এবাদতই সেই উপায়। সুতরাং, পালন করিতে কখনো গাফিলতী করিবে না।

'রিভিয়ু অব রিলিজিয়ন্স' পত্রের বিপুল প্রচার কর :

'রিভিয়ু অব রিলিজিয়ন্সের' (ইংরাজী) খরিদারের ও প্রচারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার ব্যাপারে জমাত বড়ই গাফেলী করিতেছে। হজরত মসিহ্‌ মাওউদ আলায়হেস্‌ সালাম আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন ইহার প্রচার সংখ্যা অন্ততঃ দশ হাজার হওয়া চাই। জমাতের বর্ত্তমান সংখ্যার অনুপাতে ত অনেক অধিক হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানে ইহা প্রকাশের সংখ্যা অতি অল্প। ইহার বাৎসরিক চাঁদা দশ টাকা মাত্র। যদি আমাদের জমাত ইহার প্রচার বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করে এবং ক্রমাগত চেষ্টা চালাইয়া যায়, তবে হজরত মসিহ্‌ মাওউদ আলায়হেস্‌ সালাতু ওস্‌ সালামের এই আগ্রহ পূর্ণ করা কোন বড় কথা নয়। বস্তুতঃ, ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় ইস্‌লাম-তবলীগের একটি মাত্র উপায় আছে এবং তাহা হইল ইংরাজীতে সাহিত্য প্রকাশ। বিদেশ হইতে যে সকল রিপোর্ট পাওয়া যায় তাহা হইতে জানা যায় যে, এই পত্রটি অতি উত্তম কাজ করিতেছে। প্রভাব প্রতিপত্তি-শালী ও জ্ঞান-প্রিয় মহলে ইহা আদৃত হইয়া আসিতেছে। যদি বন্ধুগণ ইহার প্রকাশ সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন, তবে ইহা আরো ভাল কাজ করিতে পারে।

ইংরাজী অনুবাদ কোরআন শরীফ :

কোরআন করীমের ইংরাজী তরজমা ও তফসীরের তীব্র প্রয়োজনও অনুভূত হইতেছে। মালেক গোলাম ফরিদ সাহেব দীর্ঘ কাল যাবত এই কাজে ব্যাপৃত আছেন। এখন তিনিও অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। ডাক্তারেরা বলিতেছেন তাঁহার হৃৎপিণ্ডের পীড়া হইয়াছে। আমি নিজে যতখানি পারি, অসুস্থতা সত্বেও এই কাজ করিয়া যাইতেছি। জলসার একেবারে প্রাক্কালেও তফ্‌সীরের নোট লিখিয়াছি। বন্ধুগণ মালেক সাহেবের স্বাস্থ্যের জন্য দোয়া করিবেন এবং আমার জন্যও করিবেন যেন আল্লাহ্‌ তা'লা এই গুরুত্ব ও দায়িত্ব-পূর্ণ প্রয়োজনীয় কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার তৌফিক দেন এবং আমরা এই মহাদায়িত্ব সম্পাদনে সমর্থ হই। আমিন।

ইয়ুরোপে আমাদের তবলীগী মিশন :

বর্ত্তমানে জার্ম্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড এবং ইংলণ্ডে আমাদের তবলীগী মিশন কাজ করিতেছে। স্পেনেও আমাদের মিশন আছে। উহাকে আমরা খরচ দেই না। উহা নিজেই নিজের খরচ চালায়। স্কেণ্ডেনেভিয়াতে শীঘ্রই মিশন খোলা হইতেছে। যদিও আমরা এই মিশনের জন্য চাঁদার বিশেষ আহ্বান করিয়াছি এবং ওয়াদাও যথেষ্ট আসিয়াছে, কিন্তু চাঁদা পাওয়া গিয়াছে অল্প। ইয়ুরোপের আরো বহু দেশে আমাদের মিশন স্থাপিত হওয়া অত্যাবশ্যক। দৃষ্টান্তস্থলে, বেলজিয়াম, সুইডেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে এবং ইটালীতে মিশন স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। ইটালী খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের আদি প্রচার-কেন্দ্র হিসাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ। বন্ধুগণ আর্থিক কুরবানী বৃদ্ধি করিলে এই সকল দেশেও মিশন স্থাপিত হইতে পারে।

মস্‌জিদ নির্ম্মাণ তহ্‌রীক :

হল্যাণ্ডে আমাদের জমাতের স্ত্রীলোকেরা সাহস করায় মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু এখনো কিছু অংশের নির্ম্মাণ কার্য্য বাকী আছে। আল্লাহ্‌ তা'লার ফজল সঙ্গে থাকিলে এবং আমাদের স্ত্রীলোকেরা আরো কিছু সাহস পূর্ব্বক ত্রিশ-চৌত্রিশ হাজার টাকার ব্যবস্থা করিলে, ইন্‌শাআল্লাহ্‌, এই মস্‌জিদের কার্য্যও সম্পূর্ণ হইবে। ওয়াশিংটনেও মস্‌জিদ তৈয়ার সম্পূর্ণ করিতে হইবে। সেখানে ত বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। উহার জন্যও বন্ধুগণের চাঁদা দেওয়া উচিত।

সুতরাং, বন্ধুগণকে আয় বৃদ্ধিও করিতে হইবে, যাহাতে চাঁদা বৃদ্ধি পায়। আমার মতে এখন সদর আঞ্জুমন আহ্‌মদিয়া ও তহ্‌রীক জদীদের বাৎসরিক চাঁদা প্রত্যেকটিই অন্ততঃ ২৫ লক্ষ হওয়া উচিত। ইহা কোন বড় কথা নয়। যদি আমাদের জমাত-ভুক্ত দোস্ত তাঁহাদের আয় বৃদ্ধি করিতে তৎপর হন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের কুরবানীর মান বৃদ্ধি করেন, তবে সহজেই ইহা হইতে পারে।

আমার মতে, এসম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা গুরু-দায়িত্ব হইল আমাদের জমাতের চাষীদের। কারণ, জমাতের ৮০ % জন হইলেন চাষী। আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদের দেশের চাষীদের উপর রহম করুন। তাহাদের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত উন্নতি করিবার এবং জীবিকার উন্নতির কোন সংজ্ঞা নাই, কোন প্রেরণাও নাই। অথচ, যদি তাহারা সঠিকভাবে প্রচেষ্টা করে, তবে তাহাদের বর্ত্তমান ফসল বহু গুণ বৃদ্ধি লাভ করিতে পারে। ইয়ুরোপ ও জাপানে একর প্রতি উৎপন্ন ফসল আমাদের দেশের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায়, আমাদের চাষীরা উত্তম বীজ তালাস করিলে, উত্তম সার ব্যবহার করিলে এবং আঞ্চলিক বিশেষত্ব ও অবস্থানুযায়ী ফসল করিলে, সময় মত চাষ করিলে এবং জল দিলে কোন কারণই নাই যে, তাহাদের অবস্থার দেদীপ্যমান উন্নতি হইবে না কেন? যদি ইয়ুরোপের চাষী তাহাদের পেটের জন্য তাহাদের আয় বৃদ্ধি করিতে পারে—তোমাদিগকে ত আল্লাহ্‌ তা'লা আহ্‌মদী করিয়াছেন এবং ধর্ম্মের উত্তরাধিকারী করিয়াছেন—তোমরা কেন আমাদের মকাম বুঝ না এবং তোমাদের নিজের জন্যই নয়, খোদার উদ্দেশ্যে তোমাদের আয় বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা কর না? সেইরূপ, আমাদের চাকুরী-জীবীরা পরিশ্রম ও সততার সহিত তাহাদের কর্ত্তব্য পালন করিলে —আমাদের ছাত্রেরা পুরাপুরি চেষ্টা ও যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা লাভে আত্ম-নিয়োগ করিলে এবং তাহাদের মাতা-পিতাও তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে নিশ্চয়ই আমাদের জমাতের এক মহা পরিবর্ত্তন আসিতে পারে। তাহাদের আয়, সামাজিক ও দৈনন্দিক জীবনের মান বৃদ্ধি লাভ করিতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ধর্ম্মের জন্যও অধিক চেয়ে অধিক কুরবানীর দ্বারা দ্বীন প্রচার ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর করিতে পারে। সন্তানের যথার্থ শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হওয়াও প্রত্যেক আহমদীর কর্ত্তব্য। চাঁদা দেওয়ার এবং সেল্‌নেলার জন্য কুরবানী করিবার রুহ্‌ তাহাদের মধ্যে উৎপন্ন করিতে হইবে।

তারপর, যে সকল গয়ের-আহমদী ইসলামের তবলীগে অংশ গ্রহণ করিতে চান এবং এই বিষয়ে জমাতের প্রচেষ্টাকে ভাল নজরে দেখেন —তাঁহাদের নিকট হইতেও চাঁদা নেওয়া আমাদের বন্ধুগণের কর্ত্তব্য, যাহাতে তাঁহারাও এই সওয়াব হইতে বঞ্চিত না থাকেন। সামান্য চেষ্টা করিলেই তোমরা অনেক সাফল্য লাভ করিতে পার এবং বহু গয়ের-আহমদী এই নেক কাজে শরীক হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন। তারপর, একবার আল্লাহতা'লার পথে চাঁদা দিলে, এই নেকীর স্বাদ তাঁহারা অনুভব করিতে পারিবেন এবং স্বাদ পাইলে ভবিষ্যতে তোমাদের তহ্‌রিক ছাড়াই তাঁহারা বিশ্বে ইসলামের নাম বুলন্দ করিবার জন্য চাঁদা পেশ করিবেন।

সাহাবাদের জীবনী সংরক্ষার তহরীক :

হজরত মসিহ মাওউদ আলায়হেস্‌ সালামের সাহাবাদের জীবনী সংরক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন পর্য্যন্ত আমাদের জমাত সাহাবার জীবনী রক্ষার গুরুত্ব সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারে নাই। কাদিয়ানে মালীক সালাহ্‌উদ্দীন সাহেব এই কাজ শুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ঋণ গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অথচ, কোন সাহাবীর জীবনের কোন ঘটনা বা তাঁহার কোন রেওয়ায়েত কোন বন্ধু অবগত হওয়া মাত্র তাহা পত্রিকা এবং পুস্তকের মারফত 'মাহফুজ' করিবার চেষ্টা কর্ত্তব্য ছিল। সাহাবাদের জীবনী সম্বলিত পুস্তকের বহুল প্রচার অত্যাবশ্যক।

রাবওয়ায় বহু বহু বার আস :

হজরত মসিহ মাওউদ আলায়হেস্ সালাতু ওস্ সালামের জামানায় কাদিয়ানে যাতায়ত সহজ ছিল না। তবু প্রায় বার জন সাহাবা ছিলেন, যাঁহারা বিভিন্ন স্থান হইতে প্রত্যেক রবিবার ছুটির সময় কাদিয়ানে হজরত সাহেবের খেদমতে হাজির হইতেন। কিন্তু এখন ব্যাপার হইল বৎসরে শুধু এক বার সালানা জলসা উপলক্ষে 'মরকজে' আসাই যথেষ্ট মনে করা হয়। বন্ধুগণের উচিত, তাঁহারা নিজেদের মধ্যে সাহাবাগণের রূপ আনয়নের চেষ্টা করেন এবং মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হন যে, যখনি সুযোগ পান বারম্বার রাব্ওয়ায় আসিবেন এবং আমার সহিত এবং জমাতের ওলামার সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক নিজেদের এলম ও এরফান বৃদ্ধি করিতে যত্নবান হইবেন। দূরদূরন্ত স্থানের বন্ধুগণের ত ওজর আছে। মাদ্রিশাসের বন্ধুগণ দীর্ঘ কাল পরে এবার আসিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু নিকটে বসবাস করেন বন্ধুগণ সহজেই বহু বার এখানে আসিতে পারেন।

ফজলে ওমরের রিসার্চ্চ ইন্স্টিটিউটের আবিষ্কৃত বস্তু :

চাঁদা বাড়াইবার আরো একটি উপায় আছে। বন্ধুগণ সেল্সেলার প্রতিষ্ঠানগুলির প্রস্তুত দ্রব্য ব্যবহার করিয়া উহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করুন। আমাদের ফজলে ওমর রিসার্চ্চ ইন্স্টিটিউট "শাইনো" নামীয় একটি বুট পলিস আবিষ্কার করিয়াছে। ইহা ভাল খ্যাতি লাভ করিতেছে। সৈন্য বিভাগীয় এক লেবরেটারীতে ইহা পাঠান হইয়াছিল। উহারাও ইহার প্রসংশা করিয়াছে। "নাইট লাইট" নামে আরো একটি প্রয়োজনীয় বস্তুও আবিষ্কার করিয়াছে। কাদিয়ানে ইহা "মীক্ লাইট" নামে প্রসিদ্ধ ছিল এবং দূর দূরান্তে ইহার খ্যাতি প্রসারিত হইয়াছিল। রাত্রে জ্বালাইবার পক্ষে বড়ই উপাদেয়। তা'ছাড়া সারা রাত্রি জ্বালাইলেও মাসে আট আনার উর্দ্ধে খরচ হয় না। রাব্ওয়ার এইরূপ আরো কোন কোন বস্তু আছে। বন্ধুগণ এগুলি ক্রয় করিলে বরং দেশ বিদেশে এগুলি বিক্রয়ের চেষ্টা করিলে সেল্সেলা যথেষ্ট উপকৃত হইতে পারে। রাব্ওয়ার কারখানা-ওয়ালাদের উদ্দেশ্যেও বলিতেছি, তাঁহারা যেন তাঁহাদের নির্ম্মিত দ্রব্যগুলির লভ্যাংশে সেল্সেলারও অংশ রাখেন! ইহা তাঁহাদের চাঁদার অতিরিক্ত হইবে, যাহাতে সেল্সেলার আর্থিক অবস্থা মজবুত হওয়ার সহায়ক হয়।

খোদাতা'লার উদ্দেশ্যে কুরবানী কর :

যদি আমাদের ছাত্রেরা ভালরূপ পরিশ্রম করে, আমাদের চাষী, ব্যবসায়ী এবং সরকারী চাকুরী-জীবীরাও নিজ নিজ কর্ত্তব্য সুষ্ঠরূপে ও সততার সহিত সম্পাদন করেন, তবে ইহাতে সেল্সেলার চাঁদাও বৃদ্ধি পাইবে এবং জমাতের উন্নতি এবং মর্য্যাদাও বৃদ্ধি লাভ করিবে। আমি সদর আঞ্জুমন আহ্মদীয়া ও তহ্রীক জদীদের কার্য্য-কারকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, তাঁহারা যেন তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করেন এবং জমাতের মধ্যে এই অভ্যাস গড়িয়া তোলেন যাহাতে তাহারা খলিফার নামে নহে, খোদাতা'লার নামে এবং তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কুরবানী করে। খলিফা ত মানুষ। জমাতের মধ্যে এই রূপ উৎপন্ন হওয়া উচিত যে, তাহারা আল্লাহ্তা'লার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক তহ্রীকে অংশ গ্রহণ করে এবং কুরবানী করে।

নানা দেশে আহ্মদিয়তের তরক্কী :

আমেরিকার শ্বেতকায় অধিবাসীদেরও মধ্যে ইসলাম প্রসার লাভ করে, ইহা আমার ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল। এখন আল্লাহ্তা'লা আমার এই আগ্রহও পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখন সেখানকার শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদেরও বয়েত আসা আরম্ভ হইয়াছে। আল্-হাম্দু-লিল্লাহ্।

লেবনান হইতে একটি সংবাদে প্রকাশ যে, সেখানে এক জন ব্যারিষ্টার বয়েত গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য দেশেও আল্লাহ্তা'লা নিজেই সেল্সেলার উন্নতির সরঞ্জাম পয়দা করিতেছেন। ইন্দোনিশীয়ার এক জন প্রতিপত্তিশালী আলেম—ইনি পূর্ব্বে আমাদের বিরোধী ছিলেন—এখন আমাদের ইস্লামী খেদমত সমূহ দর্শনে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। তিনি এক জন আহমদী মোবাল্লেগের সহিত সাক্ষাৎ কালে বলিয়াছেন যে, তিনি অনুভব করিতেছেন যে বর্ত্তমান সময়ে ইসলাম এমন একটি সঙ্কটের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ইসলামের নাম যাহারা নেয় সকলেই পারস্পারিক মতানৈক্য বিস্মৃত হওয়া তাহাদের আশু ও প্রধান কর্ত্তব্য।

উত্তর বোর্নিওতে আল্লাহ্তা'লা ইসলামের উন্নতির সামান করিয়াছেন, যদি সঙ্গে সঙ্গেই বিরোধিতাও বৃদ্ধি পাইতেছে। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্তা'লা বিরোধীদিগকে জ্ঞান দান করেন এবং সেখানকার নও-মোস্লেমদের চিত্ত দৃঢ় হয়, যাহাতে তাহারা বিরোধিতা দ্বারা ভীত না হয়।

পশ্চিম আফ্রিকায় ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। ইহা একথা হইতেও অনুমান করা যায় যে, এখন সেখানকার এসেম্ব্লীতে চারি পাঁচ জন আহ্মদী আছেন এবং একটি রাজ্যের এক জন মন্ত্রীও আহমদী। বন্ধুগণ দোয়া করিতে থাকিবেন যেন আল্লাহ্তা'লা আমাদের মোবাল্লেগণের হাফেজ ও নাসের হন এবং তাঁহাদিগকে ইসলামের তবলীগ পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক করিবার তৌফিক দেন।

মসজিদ প্রতিষ্ঠাও ইসলামের উন্নতির পক্ষে জরুরী। আমার দুঃখ হয়, মস্জিদ ফণ্ডের প্রতি জমাত বহু সুস্তি করিতেছে। অথচ এমন উপায় নির্দ্ধারণ করা হইয়াছিল যে, দোস্ত বড়ই সহজে এই তহরীকে শামেল হইতে পারিতেন।

সেল্সেলার খেদমতের জন্য নিজ নিজকে পেশ করিবার এবং রাবওয়াকে শক্তিশালী করিবার জন্য আহ্বান :

জমাতের যুবকদের কর্ত্তব্য যেন তাহারা সেল্সেলার খেদমতের জন্য অগ্রসর হয় এবং মরকজে আসিয়া দীনের কার্য্যভারে স্কন্ধ দেয়। এখন সময় আসিয়াছে বিশেষতঃ, উচ্চ যোগ্যতা সম্পন্ন আহমদীগণ, যেন অধিক সংখ্যায় রাবওয়ায় আসেন—যাহাতে জমাত অধিক সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে এবং সকল দিয়া উন্নতি করিতে থাকে।

রাব্ওয়াকে শক্তিশালী করাও জরুরী। আঞ্জুমনের আয়ের উপর মাত্র সেল্সেলার কেন্দ্রের অধিবাসীদের নির্ভর করা এক ভয়াবহ ব্যাপার। এখানে নানা প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠা প্রয়োজন। ব্যবসায়ে উন্নতি চাই, যাহাতে অন্যান্য সহরের ন্যায় এই সহরও নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে এবং তরক্কী করিতে পারে। যাঁহারা এখানে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে পারেন বা ব্যবসায় চালাইতে পারেন, তাঁহাদের তাহা করা কর্ত্তব্য। এই প্রকারে নিজেদের মরকজকে শক্তিশালী করুন।

রাবওয়ার বাড়ী ঘর নির্ম্মানেও বড়ই সুস্তি করা হইতেছে। এখন ত জমি মূল্য হ্রাস করা হইতেছে। যে সকল বন্ধু এখনো এখানে জমি খরিদ করেন নাই, অবিলম্বে তাঁহার জমি ক্রয় করা উচিত এবং যাঁহারা জমি ক্রয় করিয়াছেন, কিন্তু বাড়ী ঘর তৈয়ার করেন নাই, তাঁহাদের বাড়ী তৈয়ার করা কর্ত্তব্য।

রাশিয়ান ও হিন্দি ভাষায় কোরআন শরীফ অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা :

রাশিয়ায় আজিও কোটি কোটি মোসলমান আছেন। কিন্তু এখন তাঁহাদের নূতন বংশধরেরা ইসলাম হইতে এতই বেখবর হইয়া পড়িয়াছে যে, বহু যুবকেরা "কোরআন করীম" নামটিও জানে না। এই সকল কোটি কোটি মোসলমানের উদ্ধারের উদ্দেশ্যে যত শীঘ্র সম্ভবপর রাশিয়ান ভাষায় কোরআন করীমের অনুবাদ প্রচার ও প্রকাশ করিতে হইবে। নতুবা এই এলাকায় ইসলাম সম্পূর্ণরূপে মুচ্ছিত হইয়া যাইবে।

কাদিয়ানের হেফাজত এবং হিন্দুস্তানে ইসলামের উন্নতির জন্য জরুরী যে আমরা এখনি হিন্দি ও গুরুমুখী ভাষায় কোরআন করীমের অনুবাদ প্রকাশ করি। ভারী খরচের প্রয়োজন সত্য, কিন্তু কাজের গুরুত্বের দিক হইতে ইহাদের প্রতি অচিরাৎ মনোযোগী হওয়া অত্যাবশ্যক।

[অতঃপর, হজরত সাহেব তাঁহার বক্তৃতা বন্ধ হওয়ার ঘোষণা পূর্ব্বক বলেন, "বন্ধুগণ, দোয়া করুন যেন আল্লাহ্তা'লা আগামী কল্যও আমাকে বক্তৃতা করিবার তৌফিক দেন।" ২৭তাং হুজুর ১ঘণ্টা ২৩ মিনিট কাল বক্তৃতা করেন। আল্হামদু-লিল্লাহ্।

২৮শে ডিসেম্বর ১৯৫৫ তারিখে হজরত আকদাস সৈয়দনা খলিফাতুল মসিহ সানী আইয়েদাহুল্লাহু-তা'লা অসুস্থতা সত্ত্বেও "সায়েরে-রূহানী" সমন্ধে মহা-গুরুত্ব-পূর্ণ বক্তৃতা করেন। তৎপূর্ব্বে হুজুর পূর্ব্ব দিনের বক্তৃতার পরিত্যক্ত কয়েকটি বিষয়ও আলোচনা করেন। নিম্নে সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম দেওয়া হইল।]

'আল্-ফজলের' গ্রাহক বৃদ্ধি :

এখন আমি গতকলোর বক্তৃতার অনুসঙ্গে কয়েকটি কথা বলিতেছি। এই কথাগুলি বলা হয় নাই।

প্রথমে, আমি 'আল্-ফজলের' প্রচার বৃদ্ধির জন্য বন্ধুগণকে তহরীক করিতেছি। 'আল্ফজল সেল্সেলার একটি অতি জরুরী মুখ:পত্র ইহা মরকজের সহিত বন্ধুদের সম্বন্ধ কায়েম রাখে। গতকল্য আমি বলিয়াছি, প্রথমে ত বহু সংখ্যায় বারম্বার বন্ধুগণের রাবওয়া আসা উচিত। কিন্তু যদি তাঁহারা আসিতে না পারেন, তবে 'আল্-ফজলই' এক মাত্র অবলম্বন, যাহার মাধ্যমে মরকজের সহিত সম্বন্ধ কায়েম রাখা যাইতে পারে। ইহাই যোগ-সূত্র। 'আল্-ফজল' ক্রয় না করিলে মরকজের সহিত কোনই সম্বন্ধই আর থাকে না এবং সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইয়া পড়িতে হয়। সুতরাং, বন্ধুগণ আল্ফজলের প্রচার বৃদ্ধির বিশেষরূপে চেষ্টা করুন। নিজও ইহার গ্রাহক-ভুক্ত হউন এবং অন্যদেরও গ্রাহক করুন।

'মিস্বাহ' ও 'ফুরকান :

তারপর, মহিলাদের পত্র 'মিস্বাহ'। আমাদের মেয়েলোকদের বহু সংখ্যায় ইহার গ্রাহক হওয়া কর্ত্তব্য। আমি মনে করি, মহিলারা জাগিলে এবং তাঁহাদের দায়িত্ব বুঝিলে, ইহার গ্রাহক সংখ্যা বিশ পঁচিশ হাজার অবশ্যই হওয়া উচিত।

তারপর, 'আন্সারুল্লাহ্'-র মুখ-পত্র 'ফুরকান'। আন্সারুল্লাহ্ অর্থ আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যে তাঁহার ধর্ম্মের সাহায্যকারিগণ। কিন্তু, যদি 'আন্সারুল্লাহ্' তাঁহাদের নিজেদের মুখ-পত্রেরও সাহায্য না করেন, তবে তাঁহার আবার আল্লাহ্ তা'লার ধর্ম্মের সেবা করিবেন কি? আমার মতে ফুরকানের মত বিজ্ঞ পত্রের ত্রিশ চল্লিশ হাজার কপি মুদ্রিত হওয়া কর্ত্তব্য। ইহার বহু প্রচার হওয়া উচিত। নচেৎ, ইহার অর্থ আন্সারুল্লাহ্ তাঁহাদের দায়িত্ব বুঝিতে পারেন নাই।

কোরআন করীমের শেষ পারার তফসীর এবং 'সায়রে-রুহানী' পুস্তক :

তারপর, বন্ধুগণের অবগতির জন্য আমি ঘোষণা করিতেছি যে, কোরআন করীমের শেষ পারার অবশিষ্ট তফসীর ছাপা হইতেছে। 'সায়রে-রুহানী' ২য় খণ্ড লিখা হইতেছে। ইহাতে আমার তিন চারিটি বক্তৃতা আসিয়া পড়িবে। কোরআন করীমের শেষ পারার অবশিষ্ট তফসীর এবং 'সায়রে রুহানীতে' বহু জরুরী ও মূল্যবান বিষয় আছে। কেতাবগুলি ছাপা মাত্র ক্রয় করা জরুরী। বন্ধুগণ ক্রয় করিয়া নিবেন, যাহাতে কাহারো বঞ্চিত না থাকিতে হয়। নচেৎ, আপনাদের অভিজ্ঞতা আছে যে, পরে কেতাব ১০০৲ | ২০০৲ টাকা ব্যয়েও পাওয়া যায় না।

হিন্দি এবং গুরুমুখীতে কোরআন করীমের অনুবাদ :

হিন্দি এবং গুরুমুখী ভাষায় কোরআন করীমের তরজমার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। কাদিয়ানের সম্মান রক্ষার্থে এবং হিন্দুস্তানে ইসলামের তবলীগ ও বিস্তারের জন্য যত শিঘ্র সম্ভব হিন্দি এবং গুরুমুখী ভাষায় কোরআন করীমের অনুবাদ প্রকাশের একান্তই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

আমি "আশ্-শেরকাতুল্-ইসামিয়া লিমিটেড"কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছি যে, লাভের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তাঁহারা অবিলম্বে এই তরজমাগুলি প্রকাশ করিবার এন্তেজাম করুন। এই তরজমাগুলি প্রকাশিত হইলে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং ইহাদের প্রচারের ব্যবস্থা করিবেন। আমরা তরজমাগুলি লাভের জন্য নয়, সাওয়াবের জন্য এবং ইস্লাম বিস্তারের উদ্দেশ্য প্রকাশ করিতেছি।

কৃষি বিভাগ নেজারত খোলা হইবে :

গত কল্য আমি আহ্মদী চাষীদের মনোযোগ আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাদের সজাগ হওয়ার জন্য বলিয়াছি। যত বেশী সম্ভব কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন করিতে হইবে। উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই নিমিত্ত সদর আঞ্জোমন আহমদীয়াকে "নজারতে জারাআত" নামে একটি নূতন বিভাগ খুলিতে হইবে। উহার অধীনে বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা সমস্ত কৃষি প্রধান এলাকাগুলিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক চাষীদিগকে আবশ্যকীয় পথ প্রদর্শন করিবেন। কোন্ এলাকায় কি কি ফসল উৎপন্ন করিতে হইবে এবং উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে—উপদেশ দিতে হইবে। যেখানে যেখানে বড় জমাত আছে 'চাষী সোসাইটি' তৈয়ার করিতে হইবে যেন তাঁহারা পারস্পারিক সাহায্য ও সহযোগিতার সহিত কাজ করিতে পারেন। ইহাতে আমাদের চাষিগণের জীবিকা নির্ব্বাহের মান এবং আখ্লাকী ও দ্বীনী অবস্থা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হইবে এবং সেল্সেলার আয়ও বৃদ্ধি পাইবে।

শিক্ষার ব্যবস্থা :

'নেজারতে-তালিম' জমাতসমূহে তাঁহাদের ইন্সপেক্টর পাঠাইয়া জ্ঞাত হইবেন যে, প্রত্যেক আহ্মদী বালক বালিকা লেখা পড়া শিখিতেছে কিনা। যে সকল আহমদী মাতা-পিতা সন্তানের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে না, তাহাদিগকে এ জন্য বাধ্য করিতে হইবে। আবশ্যক হইলে পুস্তক খরিদ করিয়া দিতে হইবে এবং ফী র ব্যবস্থাও করিতে হইবে। আমার মতে, এরূপ করা হইলে আমরা গ্রামে প্রাইমারী স্কুল স্থাপনের ব্যয় হইতেও রক্ষা পাইব এবং এই প্রকার স্কুল অপেক্ষা অনেক লাভবান হইব।

ইস্লাম আমাদের মুখাপেক্ষী নয় আমরা ইস্লামের মুখাপেক্ষী :

বন্ধুগণ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন যে, ইস্লাম আমাদের মুখাপেক্ষী নয়, আমরাই ইস্লামের মুখাপেক্ষী। যদি আমাদের দ্বারা ইস্লামের কোন খেদমত হয়, তবে সম্পূর্ণই আল্লাহ্-তা'লার ফজল। এ জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য নিজেকে মোসলমান করা এবং যত অধিক সম্ভবপর তাঁহার ধর্ম্মের খেদমত করা। দ্বীনের খেদমতের জন্য প্রয়োজন—যত বেশী সম্ভবপর হয় উপার্জ্জন করিবে এবং নিজের জন্য যত অল্পে চলে খরচ করিবে।

কাদিয়ানের সালানা জল্সা :

কাদিয়ানে যাঁহারা মোকাদ্দস স্থানগুলি হেফাজতের জন্য নিয়োজিত আছেন, তাঁহাদেরও হক আছে। তাঁহাদের জন্য এবং হিন্দুস্থানের বাকী আহ্মদীগণের জন্যও বিশেষভাবে দোয়া করা আমাদের কর্ত্তব্য। কাদিয়ান বারম্বার যাইয়া তথাকার আহ্মদীগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে হইবে। বিশেষতঃ, বৈদেশিক আহ্মদীগণ কাদিয়ানবাসীদের সাহায্য করিবেন এবং তাহাদের মুশ্কিল দূর করিবার চেষ্টা করিবেন। আমার মতে ভবিষ্যতে কাদিয়ানের সালানা জল্সার তারিখ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্থলে, ২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বরের পরিবর্ত্তে ২৪, ২৫ করিতে হইবে বা অন্য কোন যথোপযোগী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, যাহাতে বন্ধুগণ সেখানেও যোগদান করিতে পারেন এবং পরে এখানেও আসিতে পারেন। হজরত মসিহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালাতু ওস্ সালাম এই তারিখগুলি নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, এ কথা সত্য। কিন্তু আমার মতে জল্সার সাফল্য এবং উৎকৃষ্টতম উপায়ে কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য তারিখ পরিবর্ত্তন করা হইলে, কোন ক্ষতি নাই। ["সায়রে-রুহানী" সংক্রান্ত বক্তৃতার শেষে হুজুর বলেন :—]

রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লাম আজিকার দুনিয়ায় সর্ব্বাপেক্ষা নিগ্রহিত :

এখন আমি দোয়া করিতেছি। বন্ধুগণও আমার আমার সহিত যোগদান করুন। বস্তুতঃ, আমাদের হাতে কিছুই নাই। সবই আমাদের খোদার এখ্তিয়ারে নিহিত। আমাদের শুধু কর্ত্তব্য আমাদের টুটা-ফুটা হাত-পা অবিরত নাড়াইতে থাকা—আমাদের অতীব সীমাবদ্ধ উপায়গুলি কাজে লাগানো এবং খোদার উপর আমাদের এইরূপ কামেল ভরসা রাখা যে, তিনি তাঁহার রসুল মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লামের তোফেল আমাদের সাহায্য করিবেন। আজ রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লাম পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা নিগ্রহিত। চল, আমরা সকলে মিলিয়া দোয়া করি, হে আমাদের সর্ব্ব-প্রবল খোদা! তুমি পুনরায় প্রথম সময়ের ন্যায় পৃথিবীতে মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লামের হুকুমত কায়েম কর এবং তাঁহার ধর্ম্মকে প্রাধান্য দেও। সবই তোমারই কর্তৃত্বাধীন।

[সকল প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। পাক্ষিক আহমদীর নাম উল্লেখ করিয়া যে কেহ ইহা হইতে উদ্ধৃত করিতে পারেন]

Printed at the AHMADI PRESS and published by Mvi. Anwarul Haque
from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca.—Editor, Momtaj Ahmad, (Muballigh).